কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী
টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য
যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২২ ভাদ্র - ২৮ ভাদ্র, ১৪২৫ ঃ ৮ সেপ্টেম্বর - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 46, 8 September - 14 September 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বৈঠকে বাড়ল ভয়

শক্তি ধর

এক বৈঠকেই ভয়ের ঝাঁপি খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। বেরিয়ে এল ২০টি ব্রিজ কেউটে। অজান্তে জীবন কেড়ে নিতে পারে যে কোনও সময়ে। রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি ভবনগুলির হাল ইতিমধ্যেই অনেকটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল রাজ্য সরকারের দৈন্যতা। মাঝেরহাট ব্রিজ সরিয়ে দিয়েছে অপদার্থতার ঢাকা। চাপা দেওয়ার জন্য পূর্ব রেল, মেট্রো রেলে ধামা খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা। বিরোধীরা বিঁধছেন সরকারকে। চাপানউতোর আশ্বাস পাওয়া তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষকে ঘিরে ধরেছে ভয় আর আতঙ্ক। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতা ও আশে পাশের ২০টি ব্রিজের জীবন ফুরিয়েছে। সংবাদ মাধ্যম প্রতিদিন তুলে ধরছে ভয়াবহ সেতুর ছবি। জনগণ দিশাহারা। পেটের তাগিদে জীবন বাজি রাখছেন তারা।

প্রথমে পূর্ব রেলের ট্রেনের কম্পন, মেট্রো রেলের কাজের ভাইব্রেশন। শেষে কাঠগড়ায় পূর্ত দফতরের কর্তারা। অথচ পূর্ত দফতর খুলে দিয়েছে বমী বাক্স। চোখের সামনে চলে এসেছে অর্থ দফতরের কেরামতি। সংবাদ মাধ্যমের হাতে এসে উপস্থিত হয়েছে টেন্ডারের কপি। ধমক খাচ্ছেন পূর্ত সচিব। দায় বর্তাচ্ছে অর্থ দফতরের উপর। পূর্ত দফতর সাফ জানিয়ে দিয়েছে ৬ বার টেন্ডার করেছে তারা। কিন্তু অর্থ দফতর মাত্র ৩ কোটি টাকা না দেওয়ায় দেওয়া যায়নি কাজের বরাত। সংবাদ মহলের ধারণা মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক একদিন আগে হলে এটুকু নথিও হাতে পাওয়া মুশকিল ছিল।

এত কিছু করেও দায় এড়াতে পারছে না রাজ্য সরকার। ভরসা এখন তদন্ত ও তার রিপোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন পিচের উপর পিচ দিয়ে সংস্কার ঠিক হয়নি। চাই আমূল সংস্কার। খাড়া করেছে নথি না পাওয়ার তত্ত্ব। ২০ চাকার ট্রাক পরিবহন নিষেধ করে দিয়েছেন। বন্ধ করতে বলেছেন মেট্রো রেলের কাজ। সংস্কারের জন্য সেল গড়েছেন। পূর্ত, সেচ ও কেএমডি-এর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তদন্ত চলছে। জনগণের ধারণা মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তারই হুবহু প্রতিফলন দেখা যাবে তদন্তের রিপোর্টে। এই তদন্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন ইঞ্জিনিয়ার মহল। তাঁদের প্রশ্ন যার সঙ্গে জনগণের জীবন জীবিকা জড়িত তেমন একটি টেকনিকাল ম্যাটারের তদন্তের নেতৃত্বে কেন থাকবেন না দেশের ব্রিজ বিশেষজ্ঞরা। এরপর পাঁচের পাতায়

পথের দাবি

- জোড়া তালি নয় রাস্তা-ঘাট, সেতুর প্রকৃত সংস্কার চাই।
- প্রত্যেক সেতুর গায়ে লাগানো হোক স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ ও ফলাফল।
- জনগণকে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হোক সংস্কারের দিনক্ষণ।
- অতিরিক্ত মাল নিয়ে শহরে ঢোকা ট্রাকের থেকে পুলিশের তোলা আদায় বন্ধ হোক। জোরদার করা হোক চেকিং।

বাটানগর ব্রিজ

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বহু কষ্টে অর্জিত অধিকারকে ফের অগ্নিপরীক্ষা

দিতে হল আদালতে। মহার্ঘভাতা বা ডিএ যে দয়ার দান নয়, কর্মচারীদের অধিকার তা রাজ্য সরকারকে বোঝাতে হল কলকাতা হাইকোর্টকে। এরপরেও ঘাপটি মেরে বসে আছেন সরকারি কর্তারা।

রবিবার : তাসে বাজিমাৎ আরও দুই বাঙালির। খেলার আঙিনায় যখন দূরবীনে দেখতে

হচ্ছে বাঙালিকে তখন এশিয়ান গেমসে ব্রিজ খেলায় সোনা জিতে দেশের সঙ্গে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন প্রণব বর্ধন ও শিবনাথ সরকার।

সোমবার : ছাত্র রাজনীতি যে রাজ্য সরকারের বিড়ম্বনা তা ফের

বোঝালেন শিক্ষামন্ত্রী। ক্ষমতা দখল আর তোলাবাজিতে বাংলার কলেজ প্রাঙ্গণ যখন বিদীর্ণ তখন একবছর ধরে বন্ধ ছাত্রভোট চালু করার কোনও আশা দিলেন না মন্ত্রী। বরং ইঙ্গিত দিলেন বিধি বদলের।

মঙ্গলবার : কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গুর সমিতি নেই। ফের

বলি হলেন ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু কলকাতা পুরসভাকে নড়াবে কার সাধ্য। শুধু বিজ্ঞাপন দিয়েই খালাস। ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরঅস্ত ডেঙ্গুর কথা মানতেই চান না পুরকর্তারা।

বুধবার : আতঙ্কের শিহরণ ছড়িয়ে খোদ কলকাতার বুকে

ভেঙে পড়ল ৫৪ বছরের মাঝেরহাট সেতু। নিহত আপাতত ২। আহত তিরিশের বেশি। বর্তমান সরকারের আমলে এটি ৩ নম্বর সেতু পতন। কাঠগড়ায় সংস্কার।

বৃহস্পতিবার : কলকাতায় হকার নিয়ন্ত্রণে ভেন্ডিং কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিধানসভার প্রস্তাব পেশ করে দায় সেরেছিল নগরোন্নয়ন দফতর। আটকে ছিল রাজনৈতিক

অনিচ্ছায়। শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়ল। পুরসভার বৈঠকে স্থির হয় ১৮ জন থাকবেন কমিটিতে। চেয়ারম্যান হবে পুর কমিশনার।

শুক্রবার : ব্রিটিশ আমলের আইন বদলে মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা

দিতে সমকামিতাকে অপরাধের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই ঐতিহাসিক রায়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বকখালিতে সুনামি

বিপর্যয় হলে : ভয়াবহ সুনামি যদি সমুদ্রবক্ষে উত্তাল হয় তাহলে কেমন ভাবে হবে তার মোকাবিলা। গত ৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি সমুদ্রতটে তারই মহড়া হয়ে গেল এনডিআরএফ, উপকূলরক্ষী বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, দমকল সহ বিপর্যয় মোকাবিলার দফতরের অংশগ্রহণে। —নিজস্ব চিত্র

ধুন্ধুমার ডাঃ হাঃ হাসপাতালে

অরিজিত মন্ডল ঃ সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুকে ঘিরে ও এবং সদ্যোজাতকেকেক চরম উত্তেজনা ছ।ালো ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মৃত শিশুর পরিবার। তারা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালে এসে ভাঙচুর চালায়। এবং সদ্যোজাত মাকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে হাসপাতালের ডায়গোনস্টিক কর্মী মদ্যপ অবস্থায়ে এইরূপ ঘটনা করে। ঘটনাস্থলে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ এসে ওই মদ্যপ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সরিষায় ভূষণার বাসিন্দা ওই মহিলা তার ৫ দিনের শিশু কন্যাকে জ্বর অবস্থায় নিয়ে আসে হাসপাতালে। ভর্তি করা হয় এসএনসিইউ বিভাগে। সেখানে এসে শুরু হয় আর এক বিপত্তি। হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক সংস্থার এক কর্মচারী পার্থসারথী দলুই রাতে মহিলাকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এদিন ডিউটি না থাকার সত্ত্বেও পার্থসারথী মদ্যপ অবস্থায় হাসপাতালে আসে এবং রাতে একা পেয়ে মহিলাটিকে কটূক্তি করে। পরে তার উপর শারিরীক নির্যাতন চালায়। বিবস্ত্র করে টানাটানিও করে এমনটাই জানা যায়। এরপর পাঁচের পাতায়

উড়ালপুল বিপর্যয়ের আতঙ্ক জেলায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা

প্রায় আড়াই বছরের ব্যবধান। পোস্তার বিবেকানন্দ সেতুর পর মাঝেরহাট। খোদ কলকাতার বুকে এভাবে দু'দুটি উড়ালপুল বিপর্যয় জনমানসে এক ভয়ঙ্কর উড়ালপুল আতঙ্ক তৈরি করেছে। যা কলকাতা অতিক্রম করে একেবারে পার্শ্ববর্তী উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাকেও গ্রাস করেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অনেকগুলি উড়ালপুল আছে, যেগুলি রেল লাইনের উপর দিয়ে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়েছে। এবং যেগুলি দিয়ে বাস, লরির মতো প্রচুর ভারি যানবাহন চলাচল করে। এছাড়াও এই সেতুগুলির নিচে রয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরসভা নির্মিত দোকান সহ অসংখ্য অস্থায়ী দোকান ও হাজার হাজার মানুষের নিত্য যাতায়াত। এগুলির বয়স খুব একটা বেশি না হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্থানীয় মানুষকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যে সমস্ত সেতুগুলি নিয়ে জনমানসে আতঙ্ক তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বারাসত, মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, সোদপুর, বরাহনগর প্রভৃতি। এই উড়ালপুলগুলির সবকটিই নির্মিত হয়েছে বামফ্রন্ট আমলের শেষ পর্যায়ে। ঘটা করে উদ্বোধন করার পর এগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মের নামে। এমনটাই অভিযোগ, স্থানীয় দোকানদার ও বাসিন্দাদের। আজকের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল বারাসত উড়ালপুলের হালহকিকত। এরপর পাঁচের পাতায়

বারাসত ব্রিজ

আতঙ্ক বেড়েছে গদাখালি-বারাতলায়

কুনাল মালিক ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাঝেরহাটে ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত রায়পুর, গদাখালি, বারাতলা সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। কারণ গদাখালি ও বারাতলা গ্রামের সংযোগ হিসাবে হুগলি নদীর ওপর নির্মিত শহিদ অনুরূপ সেতু বা গদাখালি পোলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। যদিও নীল সাদা রঙে ঢাকা আপাত দৃষ্টিতে পোলটিকে দেখলে মনে হবে ঠিকই তো আছে। কিন্তু পোলের জন্মবৃত্তান্ত জানতে ৩৮ বছর পিছনে যেতে হবে। হুগলি নদীর তীরবর্তী রাস্তা তখন কোথাও মাটির, কোথাও ইঁটের ছিল। খুব একটা যান চলাচল করত না। ১৯৮০ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই ব্রিজটির উদ্বোধন করেন। নাম দেওয়া হয় শহিদ অনুরূপ (চন্দ্র সেন) সেতু। যদিও স্থানীয় মানুষ ব্রিজটিকে গদাখালি পোল হিসাবেই জানে। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে। হুগলি নদীর তীরবর্তী রাস্তা পিচের হয়েছে। বর্তমানে পি ডব্লিউ ডি-র অধীনে। নদীর ধারে প্রচুর বাগান বাড়ি, ইঁটভাঁটা গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন এই পোল দিয়ে ম্যাজিক, অটো, টোটো, কয়লা ও ইঁটের গাড়ি যাচ্ছে। রায়পুর, গদাখালি, বুড়ুল ও ফলতা এলাকার হাজার হাজার মানুষ এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেন। মাস ছয়েক আগে এই ব্রিজে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

‘অখণ্ডতার প্রশ্নে আপোষহীন থাকবে ভারত’

বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিকটে। দেশটির নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে। নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘুরেফিরে বৃহৎ প্রতিবেশি ভারতের হস্তক্ষেপের বিষয়টি উঠে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে তিন দিকে যেখানে ভারতের সীমান্ত রয়েছে-সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে নিকটতম এই প্রতিবেশি রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিবর্তন ইস্যুটি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হয়। জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর উত্থানে প্রতিবেশির ভূখণ্ড ব্যবহারের অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতাও এখানে বিবেচনায় আসছে। দ্বিপাক্ষিক রুটিন সফর' বলা হলেও নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের ভারত সফর ও অন্যদিকে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ সফর-এখন দু'দেশের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে বেশ আলোচিত বিষয়। রাজনীতির মাঠের এমন আলোচনা নিয়ে খোদ রাজনীতিবিদরা আসলে কী ভাবছেন-জানতে চেষ্টা করেছে আলিপুর বার্তা। সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লিগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, এমপি-এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন আলিপুর বার্তা'র সঙ্গে। দলটির প্রভাবশালী এই নেতা নির্বাচন নিয়ে চলমান রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে দলের অবস্থান তুলে ধরেছেন। টেনে এনেছেন বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে জঙ্গি উত্থানসহ ভারত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের অন্যান্য প্রসঙ্গও। আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের একান্ত সাক্ষাকারটি নিয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম।

আলিপুর বার্তা : বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের প্রচ্ছন্ন ভূমিকার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে। আপনি এবিষয়ে কী মনে করেন-

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : দেখুন বাংলাদেশের নির্বাচনে জনগণ যাদের ভোট দেবে তারাই নির্বাচিত হবেন; এখানে বাইরের কোনো দেশের প্রভাব আছে, আমরা এটা মনেকরি না। কারণ আওয়ামী লিগ একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, আমাদের বিশ্বাস-আস্থা জনগণের ওপর। কে কী বললো বা সমর্থন দিলো-আমরা একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। বিদেশি সমর্থনে কী প্রভাব পড়লো আমরা তা গুরুত্ব দিয়ে দেখিনা। জনগণের রায়ের ওপরই সবকিছু নির্ভরশীল।

আলিপুর বার্তা : নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্প্রতি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে পৃথকভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগ, জাতীয়পার্টি ও বিএনপি'র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল সেদেশ সফর করেছেন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। আওয়ামী লিগের প্রতিনিধি দলের আপনিও একজন সদস্য হিসাবে সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন-

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : নির্বাচনের প্রাক্কালে নয়, এটি ধারাবাহিক সফর। বাংলাদেশ আওয়ামী লিগের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক, তা দু'এক বছরের নয়। আমরা ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ। তারই ভিত্তিতে এই যাওয়া-আসা। ভারত আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র, প্রতিবেশি রাষ্ট্র, একটি পরাশক্তিও বটে। এই সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। একাত্তরে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে তারা আমাদের সমর্থন দিয়ে, সহযোগিতা দিয়ে, বাংলাদেশ কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় পেয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনেও তারা আমাদের সহযোগিতা দিয়েছে। এই সত্যকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে লজ্জা পাওয়ারও কিছু নাই। ভারতের বিজেপি সরকারের আমন্ত্রণে আমরা যদি যেয়ে থাকি সেটা তো দোষের কিছু নাই, তারাও আমাদের আমন্ত্রণে এসেছে। এই সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কের মতো। এর সাথে

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

নতজানু হওয়ার কোনো বিষয় নাই, আমাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে এমন বিষয় নাই।

আলিপুর বার্তা : রাজনৈতিক অঙ্গনে বক্তৃতা বিবৃতিতেও ভারত প্রসঙ্গ' ঘুরেফিরে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা বলেছেন, ভারত বিএনপি-কে বিশ্বাস করবে না। আলোচনায় আসছে বিএনপি সরকার আমলে জঙ্গি উত্থান, দশ ট্রাক অস্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী উলফার তৎপরতার প্রসঙ্গ-

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : এটা স্বাভাবিক। কে কী বলেছেন সেটাকে আমি কিছু মনেকরি না, তবে অখণ্ডতার প্রশ্নে ভারত আপোষহীন থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ভারতকে যারা দ্বিখণ্ডিত করতে চায়, আঁচড় দিতে চায়-তাদের সাথে কী সম্পর্ক থাকবে, সম্পর্ক থাকবে কী থাকবে না, সেটা তারাই ভাল বুঝবে। আস্থা কাদের ওপর থাকবে, তা কর্মে ও নীতির ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হবে।

আলিপুর বার্তা : আপনি কী মনে করেন, ভারত আওয়ামী লিগে একটু বেশিই আস্থা রাখে?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : আওয়ামী লিগ একটি আদর্শনির্ভর রাজনৈতিক দল। ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লিগ ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সাথে ভারতের জনগণের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। সেই বিবেচনায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল থাকতেই পারে। বন্ধুত্বপূর্ণ-আদর্শিক ও নীতির এই সম্পর্ক বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ রক্ষা করতে পেরেছে। অন্যরা পারে না কেন-সেটাও দেখতে হবে। বিএনপি-জামাত ধর্মান্ধ। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেয়-সহযোগিতা করে। ভারত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতেই পারে, এসব দোষের কিছু নয়।

আলিপুর বার্তা : বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহল, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলো তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছে। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লিগের অবস্থানটা আসলে কী থাকছে?

এরপর পাঁচের পাতায়

উচু বাজারে ফিসফাস চলছে কারেকশন নিয়ে, চিন্তায় লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারে কারেকশন কবে আসবে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলাকালীন সূচক জোর তাদের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। নিফটি ১১,৭৫০ ও সেনসেক্স ৩৯ হাজারের একদম ঘাড়ের কাছে এসে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যা হয়ে থাকে ঠিক সেটাই ঘটতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকে ১২ হাজার নিফটি আর ৪০ হাজারি সেনসেক্সের পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করে। ঠিক সেই জায়গা থেকেই ফের একটা মোচড় মারল নিফটি ও সেনসেক্স। আর নয়া সপ্তাহের শুরুতে সেই অশনি বার্তা এসে হাজির হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। যে বার্তা কিছুটা হলেও যেন বয়ে আনছে কারেকশনের বার্তা।

আসলে গত এক-দেড় মাসে যেভাবে সূচক জোর বেড়েছে তা খুব একটা স্বাভাবিক ছন্দে হয়নি। অন্তত যারা শেয়ার বাজারে ব্যাকরণ মেনে কাজ করে থাকেন তাদের কাছে বাজারের এতটা বৃদ্ধি তো নিশ্চিতভাবে অন্য মানে বহন করছে। এমন কোনও কারণ ঘটেনি যে এই অল্প সময়ের ব্যবধানে এতটা বাড়তে হবে বাজারকে। অনেকে বলছেন, জিডিপির জুন কোয়ার্টারের ইতিবাচক অবস্থানের কথা। উল্লেখ্য, জুন কোয়ার্টারে দেশের গড় আর্থিক উন্নতির পরিসংখ্যান ছুঁয়েছে ৮.২। যা নিঃসন্দেহে লগ্নিকারীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু, তার জন্য ইতিমধ্যেই তো নিফটি ও সেনসেক্স ১১০০ পয়েন্ট ও ৪ হাজার পয়েন্ট বেড়েছে। আর কতটা ওপরে যাবে এই সূচক জোর। এবার তো একটু ব্রেক নিতে হবে নাকি। না হলে তো অর্থবাজারের রুটিন টাই বিগড়ে যাবে।

ভারতীয় বাজার তো বটেই সারা বিশ্বেই প্রথম পরিবর্তন সংগঠিত হতে থাকে হাতে-কলমের শেয়ারের যুগের অবসান হওয়ার পরে। একটা সময়ে ভারতের অন্য শহরের মতো কলকাতার ডালহৌসির গলি গলিতে রমরমা ছিল ফিজিক্যাল শেয়ারের। একজন বিনিয়োগকারী বা সাধারণ ট্রেডার সঠিক কোন দামে তার ব্রোকার শেয়ার কিনে দিচ্ছে তা ধরতে পারতেন না। তাঁদের যে দামেই শেয়ার দিত ব্রোকার তাই ভালো মনে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরেও চলে যেতেন। এভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল শেয়ারের আমল থেকেই অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। তবে এটা ঠিক সেই পুরনো দিনেও এমন অনেক ব্রোকার ছিলেন যারা তাদের গ্রাহকের সঙ্গে কখনও বেইমানি করেননি। বাজারে ঘুরলে এরকম অনেক খুচরো বিনিয়োগকারীর দর্শন পাওয়া যায় যারা নিজেদের পুঁজির একটা বড় অংশ ভালো সংস্থার শেয়ার কিনে ডিপি বা ডিম্যাটে ফেলে রাখে। কখনই সেগুলি তারা বেচে না। বরং সেই শেয়ারের থেকে প্রাপ্ত বোনাস এবং ডিভিডেন্ড পেতে বেশি অভ্যস্ত থাকেন। লগ্নির একটা অংশ এরা আবার সংরক্ষিত রাখেন রোজকার কেনাবেচা বা ডেইলি ট্রেডিংয়ের জন্য। যাকে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত লাভ করা সম্ভব, প্রকারান্তরে ক্ষতির দিকটাও কোনও অংশে কম নয়। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে একটা পরিচিত শব্দ প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হল স্টপ লস। প্রফিট বা লাভের ফসল ঘরে তোলার মতো লস বুক বা ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে দামে কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে তার থেকে যদি নিচে আসতে শুরু করে তা তবে অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায় একবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

পরিবর্তনের এই ধারার সঙ্গে তামাম বিশ্বের যে সব অর্থবাজার মানিয়ে নিতে পেরেছে তার মধ্যে অগ্রণী নাম ভারত। বস্তুত, আমেরিকা-ইউরোপ, চিন-জাপান ও তাবড় ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের শেয়ার বাজার এখন যথেষ্ট সাবালক। যা তার উত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ধরা পড়ছে। তবে সূচকের এই তুঙ্গ অবস্থানই শুধু নয়, বিভিন্ন অবস্থায় ভারতীয় অর্থবাজারের স্থিতিশীল থাকাও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারের একটা বড় উদাহরণ। যা আগামীতে আরও বাড়ার ওপরেই ভবিষ্যতবাণী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, দুনিয়ায় এখন ভারতের শেয়ার বাজারের মধ্যে যে উত্থান ভরপুর যা তাকে টেনে তুলতে সাহায্য করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ সেপ্টেম্বর – ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা-ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কামারহাটি পুরসভায় ১০৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাম্প অপারেটর, মিস্ত্রি, মজদুর সহ বিভিন্ন পদে ১০৭ জনকে নিয়োগ করবে কামারহাটি পুরসভা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 401/Gnl.

শূন্যপদের বিবরণ : পাম্প অপারেটর : ২১টি (সাধারণ ৫, সাধারণ–ই সি ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি জাতি–ই সি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–এ–ইসি ১, ওবিসি–বি ১, ওবিসি–বি ই সি ১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কম্যানশিপ (৪৪০ ভোল্ট) সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্ত্রি (পাইপ লাইন) : ১০টি (সাধারণ ৩, সাধারণ–ইসি ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–ই সি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে প্লাম্বিং ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

মিস্ত্রি (পাইপ লাইন) : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট, সঙ্গে প্লাম্বিং ট্রেড আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,১০০ টাকা।

মজদুর : ৬৫টি (সাধারণ ১৮, সাধারণ ইসি ১০, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি জাতি–ই সি ৪, তফসিলি জাতি –প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ২, তফসিলি উপজাতি–ইসি ২, ওবিসি–বি ৩, ওবিসি–ই সি ১, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দক্ষ খেলোয়াড় ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০৯০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

ক্লার্ক : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি–এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। কম্পিউটার এবং টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

পিওন : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস এইট। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৮ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি এবং ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে। সময়সীমা দেড় ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং নেই।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kamarhatimunicipality.org আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি জমা দিতে হবে : The Chairman Kamarhti Municipality. 1, M. M. Feeder Road, P.O. Belghoria, Kolkata–700 056. এছাড়াও দরখাস্ত পাঠাতে পারেন স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর দু'কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এর মধ্যে একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। অন্য ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নলক।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের থেকে পাওয়া সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম।

বিএসএফে ২০৪ কনস্টেবল, সাব–ইনস্পেক্টর

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে ২০৪ জন কনস্টেবল, সাব–ইনস্পেক্টর ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর নেবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে জেনারেটর অপারেটর, জেনারেটর মেকানিক ও লাইনম্যান ট্রেডে। সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হবে ওয়ার্কস বিভাগে এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হবে ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায়।

পদ অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : সাব–ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কস) : শূন্যপদ ১০৩টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২৩)। এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল): শূন্যপদ ৩৬টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

কনস্টেবল : জেনারেটর মেকানিক : শূন্যপদ ৩০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জেনারেটর অপারেটর : শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। লাইনম্যান : শূন্যপদ ১২টি (সাধারণ৮, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সবক্ষেত্রেই মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে জেনারেটর মেকানিক ট্রেডের ক্ষেত্রে ডিজেল/মোটর মোকনিক ট্রেডে, জেনারেটর অপারেটর ট্রেডের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিশিয়ান ওয়্যারম্যান বা লাইনম্যান ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট সহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৮ তারিখে কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে এবং বাকি দু'টি পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, তফসিলি উপজাতি, পার্বত্য এলাকার উপজাতি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি, তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি)। বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। ২০ বছরের কম বয়স্ক প্রার্থীরা বুকের ছাতির মাপে ২ সেমি ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন৬, খারাপ চোখে এন৯, দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–থ্রি মানের হতে হবে। প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না।

বেতনক্রম : কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা, বাকি দু'টি পদের ক্ষেত্রে ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্বের লিখিত পরীক্ষা (কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে একটি পত্রের পরীক্ষা হবে), নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২৫ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (২৫ নম্বর), সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (৫০ নম্বর)। সময় দেড় ঘণ্টা। দ্বিতীয় পর্বের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা থেকে ডেসক্রিপ্টিভ ধরনের প্রশ্ন। মোট নম্বর ১০০। সময় ২ ঘণ্টা। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (২০ নম্বর), টেকনিক্যাল সাবজেক্টস (৬০ নম্বর)। সময় ২ ঘণ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫ মিনিটে ৮০০ মিটার), ১১ ফুট লং জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮ ফুট), সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে আড়াই ফুট)। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬.৫ মিনিটে ১.৬ কিলোমটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার), ১১ ফুট লং জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯ ফুট), সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩ ফুট)। প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীদের দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হবে না।

দরখাস্ত করতে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bsf.nic.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর সাব–ইনস্পেক্টর ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাবইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে লিখবেন : APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF .... IN BSF ENGG SET UP 2018'. কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে লিখবেন : 'APPLICATION FOR RECRUITMENT OF GROUP–'C' POSTS (COMBATISED) ....IN BSF ENGG SET UP (ELECTRICAL)–2018.'

১ অক্টোবরের মধ্যে সাব–ইনস্পেক্টর ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, North Bengal, Post–kadamtala (Siliguri), District– Darjeeling (West Bengal)– 734011. কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, South Bengal, Kolkata 2–B Lord Sinha Road, Kolkata (West Bengal)– 700 071, খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* ৪টি (কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ৩টি) পাসপোর্ট মাপের ফটো। ফটোগুলি দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে দরখাস্তের ফটোটি স্বপ্রত্যয়িত হতে হবে।
* ফি বাবদ ২০০ টাকার (কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) ডিমান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ফি 'IG BSF North Bengal'–এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের ক্ষেত্রে 'SBI NBU Campus Siliguri Code No.–2096' বা পোস্টাল অর্ডারের ক্ষেত্রে 'Kadamtala Campus (Siliguri)' তে প্রদেয় হবে। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ফি 'IG BSF South Bengal'–এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের ক্ষেত্রে 'SBI Chowringhee, Kolkata Code No.–001054' বা পোস্টাল অর্ডারের ক্ষেত্রে 'GPO Kolkata'–তে প্রদেয় হতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই মহিলা, তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।
* বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* যথাযথভাবে পূরণ করা একাধিক অ্যাডমিট কার্ড।
* নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ৪১ টাকার স্ট্যাম্প লাগানো ২৫×১২ সেমি মাপের তিনটি খাব (কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে দু'টি খাব)।
* কর্মরতদের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

শব্দবার্তা ৯৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পরস্পর প্রহার, দাঙ্গা ৩। শত্রু ৫। অতি চঞ্চল বা ব্যস্ত ৭। ভাগ্য, কপাল ৯। বাংলাদেশের একটি জেলা ১২। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ১৫। জাতি, সম্প্রদায় ১৬। দাবা খেলা।

উপর–নীচ

১। মাসিক বেতন ২। মর্দন ৩। অধীন, নিয়ন্ত্রিত ৪। নারীর হাতের এক অলংকার ৬। কঠিন ৮। রবি ঠাকুরের 'হাট' কবিতায় পদ্মাপারে এখানে হাট বসেছিল ১০। রোয়াকে বসে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত ১১। কচি গাছ ১৩। সংলগ্ন, লিপ্ত ১৪। বিস্তি যে খেলার অঙ্গ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯৪

পাশাপাশি : ১। ত্রিদশ ৪। সীমাবদ্ধ ৬। কবিতা ৮। কম ১০। জৈব ১১। হাট ১৩। লিপি ১৫। মানাই ১৭। তালবোধ ১৯। কলহ।

উপর–নীচ : ১। ১। ত্রিপিটক ২। শতক ৩। ক্ষমা ৪। সীতা ৬। বলাবলি ৭। বিল ৯। মহাবল ১২। দানা ১৪। পিতৃস্নেহ ১৫। সাধ ১৬। ইস্তক ১৮। বোবা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড় – হেমন্তদার স্টল ● হাজরা পেট্রল পাম্প – শঙ্কর ঠাকুর ● রাসবিহারী মোড় – কল্যাণ রায় ● ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক – বাপ্পাদার স্টল ● লেক মার্কেট – পাঁচু প্রামাণিক ● চারু মার্কেট – গণেশদার স্টল ● মুদিয়ালি – দীনবন্ধুদার স্টল ● পূর্ব পুটিয়ারি – রামানন্দদার স্টল ● রাণীকুঠি পোস্ট অফিস – শম্ভুদার স্টল ● নেতাজী নগর – অনিমেষ সাহা ● নাকতলা–গোবিন্দ সাহা ● বান্টি ব্রিজ–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● মহামায়াতলা–দীপক মণ্ডল ● তেঁতুলতলা–সজল মন্ডল ● ক্যানিং স্টেশন–পঞ্চাননদার স্টল ● যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম–সুব্রত সাহা ● আমতলা – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● শিরাকোল–অসিত দাস ● ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম–বৃন্দাবন গায়েন ● কাকদ্বীপ–সুভাশিসদা ● বারাসত রেলস্টেশন–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● হাবড়া রেলস্টেশন– বিজয় সাহা ● বনগাঁ রেলস্টেশন– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● রানাঘাট রেলস্টেশন– তপন সরকার ● কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন– দে নিউজ এজেন্সি ● কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন– নিখিল রায় ● ইছাপুর রেলস্টেশন– তপন মিদ্দে ● বাগদা– সুভাষ কর ● নৈহাটি রেলস্টেশন– কিশোর দাস ● কল্যাণী–গোরা ঘোষ ● ব্যারাকপুর–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● শ্যামবাজার–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● কলেজ স্ট্রিট–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● হাতিবাগান–দাস বুকস্টল ● উল্টোডাঙা–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● লেকটাউন–গুপীনাথ বুকস্টল ● দমদম–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● হাডকো মোড়–জি এন বুকস্টল ● বাগুইআটি–চিত্ত বুকস্টল ● ব্যান্ডেল স্টেশন– খোকন কুন্ডু ● ব্যান্ডেল বাজার– দীনেশ জৈন ● চুঁচুড়া স্টেশন– বিনয় সিং ● হুগলি স্টেশন– হরিপ্রসাদ ● চন্দননগর স্টেশন– অসীম পাল ● শ্রীরামপুর স্টেশন– মহেশ জৈন ● ব্যাঙ্কশাল কোর্ট– রাজনারায়ণ সিং ● ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক – রমেশ গুপ্তা ● বর্ধমান – দীনেশ জৈন ● শিয়ালদহ – নন্দগোপাল দাস ● চলমান বিক্রেতা – প্রতাপ চক্রবর্তী।

এবার মোমো আতঙ্ক ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোমো আতঙ্ক নিয়ে যখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এমন কি কয়েকটি প্রাণ হানির ঘটনাও ঘটেছে সেই মুহূর্তে মোমো হানা দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের তালদির রাজাপুর গ্রামে। সোমবার সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে মোবাইল ফোনের হোয়াটঅ্যাপ এ মোমো গেমের জন্য একটি মেসেজ পায় কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তালদি রাজাপুর গ্রামের যুবক কল্লোল রায়। এদিন মেসেজ পাওয়ার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কল্লোলের পরিবারের লোকজন। কল্লোল জানায় মোমো আমাকে প্রথমে গেম খেলার জন্য বলে, আমি খেলতে না চাইলে আমাকে খুন করার হুমকি দেয় এবং আমার ঠিকানা বলে দেয়। পরে আবার আমার এক বান্ধবীকে অপহরণ করার কথাও বলে। এবিষয়ে আমি একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি ক্যানিং থানায়। ক্যানিং থানার পুলিশ ওই যুবককে আতঙ্কগ্রস্থ না হওয়ার বলে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুৎ সংযোগে এক যুবকের মৃত্যু হল। মৃত যুবকের নাম বুদ্ধিশ্বর মণ্ডল(৩৩)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রামপঞ্চায়েতের পূর্ব বয়ারসিং গ্রামে।

স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন লোডশেডিং থাকায় সকালে নিজের বাড়িতে বিদ্যুৎয়ের সুইচড বোর্ড, পাখা, লাইটের তার সারাইয়ের কাজ করছিলেন বুদ্ধিশ্বরবাবু। সেই সময় আচমকা বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে নিজের ঘরের মধ্যেই মারা যান। দীর্ঘক্ষণ স্বামীর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বুদ্ধিশ্বরবাবুর স্ত্রী বন্দনা মণ্ডল ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন তাঁর স্বামী ঘরের মাঝে পড়ে রয়েছেন। মুহূর্তে বন্দনাদেবী মেন সুইচড বন্ধ করে পরিবারের অন্যান্যদের ডাকাডাকি শুরু করলে স্থানীয় লোকজন এসে বুদ্ধিশ্বর মণ্ডলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। তালদি পূর্ব বয়ারসিং গ্রামে এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দিদির শ্বশুরের হাতে আক্রান্ত বোন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির শ্বশুরের হাতে আক্রান্ত হল বোন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার গৌড়দহের মৈনীরঘেরী এলাকায়। আক্রান্ত মহিলার নাম সুচিত্রা মণ্ডল।

উল্লেখ্য, গত প্রায় দুবছর আগে ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারশা গ্রামের অলিক মণ্ডল তাঁর বড় মেয়ে মাম্পী মণ্ডলের বিয়ে দেন জীবনতলা থানার গৌড়দহের মৈনীরঘেরী গ্রামের হীরুলাল সরদারের ছেলে

কানু সরদারের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই মাম্পীর শ্বশুর হীরুলাল ও শাশুড়ি একাদশী সরদার মাম্পীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত তার বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসার জন্য। বাবা–মায়ের অত্যাচার সহ করতে না পেরে মাম্পীর স্বামী কানু সরদার তার স্ত্রীকে নিয়ে পাশাপাশি একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করে। তা স্বত্বেও হীরুলাল ও একাদশী সরদারের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই যায় বলে অভিযোগ।

সোমবার সকালে মাম্পীর বোন সুচিত্রা মণ্ডল দিদি জামাই বাবুর জন্য কিছু খাবার নিয়ে গৌড়দহে দিদির বাড়িতে গেলে তাকে আচমকা আক্রমণ করে হীরুলাল সরদার। লাঠি দিয়ে সুচিত্রাকে বেধড়ক মারধর করে এবং শ্বাসরোধ করে খুনও করতে যায়। বোনের এমন পরিস্থিতি দেখে দিদি মাম্পী মণ্ডল সুচিত্রাকে উদ্ধার করতে গেলে তাকে ও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম অবস্থায় সুচিত্রাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার অবস্থা আশাঙ্কাজনক।

বাজ পড়ে মৃত্যু দুই মৎস্যজীবীর,আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের নদীতে বাজ পড়ে মৃত্যু হল ২ জন মৎস্যজীবীর এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আরো চারজন মৎস্যজীবী। মৃত দুই মৎস্যজীবী হলেন সিরাজুল মন্ডল ও আব্দুল ফারাক মন্ডল। বাজ পড়ে একই পরিবারে দুই সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কেঁদোদ্বীপে। আহত চারজন মৎস্যজীবীকে অন্যান্য মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করে আহতদের কে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গত প্রায় তিনদিন আগে বাসন্তীর গেঁওয়াখালি গ্রামের ১২জন মৎস্যজীবী দুটি ট্রলারে সুন্দরবনের কেঁদোদ্বীপে ইলিশ মাছ ধরার জন্য রওনা দেয়। ইলিশ মাছ তেমন ভাবে না ধরা পড়লে রবিবার ফিরে আসার উদ্যোগ নেয়। এরই মধ্যে রবিবার সকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে আচমকা একটি ট্রলারে বাজ পড়ে,তাতেই মৃত্যু হয় একই পরিবারের সিরাজুল মন্ডল ও আব্দুল ফারাক মন্ডলের। একই পরিবারের দরিদ্র দুই মৎস্যজীবির মৃত্যুতে এলাকায় শোকস্তব্ধ অন্যান্য পরিবার ও মৎস্যজীবীরা।

বিজেপিতেই আছেন উত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলি ব্লকে জালাবেড়িয়া ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির হাতছাড়া হওয়া খবরে জেলা বিজেপি জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবরে বিজেপি নেতাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জানানো হয় কর্মী উত্তম হালদারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জানানো হয় তাকে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করে উত্তমবাবু আলিপুর বার্তা দফতরে পাঠানো এক চিঠিমারফত জানান, বিজেপি নেতারা মোটেই ঠিক কথা বলেননি। তিনি বিজেপিতে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এব্যাপারে জেলার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ফোন না ধরায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওযা যায়নি।

রাস্তা বেহাল, বন্ধ যানচলাচল

সুভাষ চন্দ্র দাস, ক্যানিং ঃ দীর্ঘ প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার সর্বত্র পিচের আস্তরন উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ছোট বড় দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই রয়েছে। বর্তমানে এই রাস্তা দিয়ে গুটি কয়েক যে যানবাহন চলতো তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ নং ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের যামিনী মোড় থেকে ঢোষা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বেহাল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন চার–পাঁচটি হাইস্কুল,প্রাইমারি স্কুল,আইসিডিএস স্কুল সহ ১০–১২টি গ্রামের বাসিন্দার যাতায়াত করেন।

এলাকার কোনও রোগী কিংবা প্রসূতি মায়েদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার প্রসাশন জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি।

উল্লেখ্য এই রাস্তাটি তৃণমূল সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসে ২০১২ সালে বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের হাত ধরে যামিনী মোড় থেকে ঢোষা পর্যন্ত ৮ কিমি রাস্তাটি পিচের তৈরি হয়েছিল। সেই থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ কোনও সংস্কার না হওয়ায় রাস্তার কঙ্কাল বের হয়ে পড়েছে।

যদিও বা কয়েকটি মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যান এবং ভ্যান চলতো বর্তমানে সেগুলিও বন্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জুর শেখ,শঙ্কর দাসরা বলেন জঘন্য এই রাস্তা দিয়ে আমাদের প্রতিদিনই চলাচল করতে হয়,রাস্তায় কোন আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর চরম বিপত্তিতে পড়তে হয়। এতসব দেখেও প্রশাসন উদাস।

এ বিষয়ে এলাকার সদ্যনির্বাচিত জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রাস্তা বেহাল দশার কথা স্বীকার করে বলেন, সত্যিই রাস্তাটির পূর্ণ সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন আছে। নতুন জেলা পরিষদ গঠন হয়ে গেলে এই রাস্তাটি যাতে শীঘ্রই সংস্কার হয় সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

পোল গুস্তিয়ায় তৃণমূলের জনসভা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : ৩ সেপ্টেম্বর সোমবার হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গোলগুস্তিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক বিরাট জনসভা আয়োজিত হয়। পোল গুস্তিয়া তালপুকুর বাজারে এই জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সমবায় মন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) অরূপ রায়, কার্যকরী সভাপতি হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূল কংগ্রেসের সৃষ্টিধর ঘোষ, পাঁচলা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশন মল্লিক, পাঁচলা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত বেজ, পাঁচলা কেন্দ্রের যুব কংগ্রেসের সভাপতি লালটু হাটলি, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা ও

ব্লকের নেতা নেত্রীবৃন্দ। মন্ত্রী অরূপ রায় তার ভাষণে মা–মাটি–মানুষের উন্নয়ন গুলি তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে আরও উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন। সভায় উপস্থিত সমস্ত বক্তারা তাদের ভাষণে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নগুলি তুলে ধরেন। এবং আরও উন্নয়নের ওপর জোর দেন। এই সভা ঘিরে এলাকার মানুষ তথা তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ক্যানিংয়ে দুর্গা পুজোর আগেই ঢাকে কাঠি ৪৩ ফুট শ্যামা মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সর্ববৃহ শ্যামা পুজার সূচনায় খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হল ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়বাঘিনী হাইস্কুল মাঠে।

রায়বাঘিনী যুবক বৃন্দের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পঞ্চম বর্ষের ৪৩ ফুট শ্যামা মায়ের খুঁটি পূজায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা তথা পূজা কমিটির সভাপতি অর্ণব রায়,পূজা কমিটির সম্পাদক রাজু সাঁফুই সহ বিশিষ্টরা।

পূজা কমিটির সভাপতি অর্ণব রায় বলেন এই অনুষ্ঠানটি শ্যামা মায়ের মিলন ক্ষেত্র।

অন্যদিকে পূজাকমিটির সম্পাদক রাজু সাঁফুই বলেন, আমাদের এই শ্যামা মায়ের মিলন ক্ষেত্রে মনোরম আনন্দদায়ক করে তুলতে পূজার সময় ১০ দিনের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,বস্ত্র বিতরণ,রক্তদান শিবির সহ নানা ধরনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান থাকবে।

জেলার সর্ববৃহৎ শ্যামা পূজার সূচনায় খুঁটি পূজা উপলক্ষে এলাকায় ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

জঞ্জালের পাহাড়, দুর্গতির একশেষ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি : বহু বছর ধরে নোংরা, আবর্জনা, ময়লা জমে জমে এখন একটি ছোটখাটো পাহাড়ের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং তৈরি হওয়া নোংরা পাহাড় থেকে রাস্তায় উপচে পড়ছে নোংরা ময়লা। ফলে পরিবেশ নষ্ট তো হচ্ছেই তার সঙ্গে দুর্গন্ধে এখন টেকাই দায় হয়েছে বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কতদিন ধরে এই ময়লা জমছে জিজ্ঞেস করলে স্থানীয় সরস্বতী ব্যাগ সেন্টারের মালিক বলেন আমি বহু বছর ধরে দেখে আসছি।

বারে বারে বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানান তিনি। আর একটু বিস্তারিত জানার জন্যে পাশের টেলারিং দোকান মালিকের কাছে গেলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ভদ্রলোক বলেন, আগে আশেপাশের বাসি পচা নোংরা ফেললেও এখন আর ফেলেন না। দূরের বাসিন্দারাই এখনও নোংরা ফেলে যাচ্ছেন অহরহ। অফিস, ব্যবসা, দোকান, বাজারে যাতায়াতের পথে টুক করে নোংরা ফেলে সরে পড়ছেন তারা। কাকে বারণ করব, সব সময় কি লক্ষ্য রাখা যায় বলে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন টেলারিংয়ের মালিক।

বর্তমানে এলাকটি অবস্থান করছে ২৮৬ নম্বর পার্টের মধ্যে। যার বর্তমান তৃণমূল সদস্য হলেন আশিস ঘোষ। তিনি কি করছেন প্রশ্নের উত্তরে হচ্ছে হবে বলে দায় সারছেন। কবে হবে জানতে চাইলে ব্যাগ সেন্টারের বর্তমান মালিক বলেন, দাদা আমরা কেন জিজ্ঞেস করব বলুন তো? তিনি তো এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন, তিনি কি দেখতে পান না, যে আমরা বলব। বর্তমানে জায়গাটা হল জনতা স্কুলের মালিকের। তিনি নোংরা ফেলতে বারণ করলেও কাজ হয়নি। সব থেকে ভয়ানক অবস্থা দাঁড়ায় বর্ষাকালে।

বর্ষার বৃষ্টিতে নোংরা ময়লা মিলেমিশে রাস্তা ভাসিয়ে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পরে বলে জানা যায়। ফলে পরিবেশ ভীষণ রকম দূষিত হয়ে মশা মাছি সহ সাপ পোকার আস্তানায় পরিণত হয় এলাকাটি। যা এলাকায় না গিয়ে বোঝানো যাবে না কিছুতেই। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বালির সমস্ত এলাকাগুলির মধ্যে সব থেকে ভয়ানক অবস্থা হল সাঁপুইপাড়া ১২ নম্বর পোল–এর ২৮৬, ২৮৭ নম্বর পার্ট। যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল।

জলজঙ্গলময় বঙ্গদেশে ভাদ্র মাস জুড়ে চলবে মনসাপূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গদেশের দুই পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুরে এখন ধূমধাম করে সর্পের দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করতে শুরু হয়েছে মনসাপূজা। বিশেষ করে নদী উপকূলবর্তী এলাকায় ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পূজার আয়োজন করছে। এক সময় জলজঙ্গলময় দেশে সাপের উপদ্রব ছিল ব্যাপক। তখন সাপের কামড়ে প্রচুর লোক মারা যেতেন। সেই প্রাচীনকাল থেকে গ্রামে গঞ্জে সর্পভীতি থেকে মনসা পূজার প্রচলন হয়। আবার মাহিষ্য পরিবারে অনেকেরই গৃহদেবী মনসাদেবী। তার প্রতীক হিসাবে মনসা গাছকেও পূজা করা হয়। গত ৩ ভাদ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার হুগলি নদীর তীরে গদাখালি–বারাতলা এলাকায় গিয়ে চোখে পড়ল ধূমধাম করে মনসা পূজা হচ্ছে। পূজা

কমিটির অন্যতম সদস্য জয়দেব বৈদ্য জানালেন, প্রাচীন কালে এখানে মনসা পূজার প্রচলন ছিল। মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায়, এ বছর আমরা আবার শুরু করেছি।

পূজা কমিটির আর এক সদস্য বিকাশ পাত্র জানালেন, আমরা মানুষদের ভোগ বিতরণ করেছি। পূজার একদিন পর হুগলি নদীতে কলার ভেলায় যাকে 'মান্দাস' বলে, তাকে সুসজ্জিত করে মনসা মাকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ভাসান দেখতে গঙ্গার পাড়ে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। স্থানীয় লাকি ব্রিক ফিল্ডের মালিক অরবিন্দ মণ্ডল জানালেন, আমাদের নদীর ঘাটে একবার মা মনসার ভেলা ভেসে এসেছিল। পরপর বেশ কয়েক বছর পূজা করেছি। প্রসঙ্গত সারা ভাদ্রমাস জুড়েই বিভিন্ন অঞ্চলে এই মনসা পূজা চলবে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে মনসার উদ্দেশ্যে 'রান্না পূজা'র মাধ্যমে এই 'মনসা বন্দনা' শেষ হবে।

সুদিন ফিরছে চকমানিক কোঅপারেটিভের

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ইউনিয়ন ফার্মার্স সার্ভিস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'–এর ১৯৭৫ সালে পথ চলা শুরু হয়। নোদাখালিতে অনুমোদন ছিল ব্যাঙ্ক, কৃষিদ্রব্য ও সার বিক্রয় এবং এমআর ডিস্ট্রিবিউটরের। পরবর্তী কালে চকমানিকে সোসাইটি স্থানান্তরিত হয়। বাম আমলে সংকীর্ণ রাজনীতির কৃপাদৃষ্টিতে ওই সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত ছিল ৩৪ বছর। কোর্টের কেস নির্বাচনের পথ আটকে ছিল। অবশেষে ২০১৪ সালে ২৮ নভেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে ৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত কমিটি গঠন হয়। এবং ১১ জনের কার্যকরী কমিটিতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত বিষ্ণুপদ মান্না । তিনি নিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞের একজন কর্মী হিসাবে মনে করেন। ক্ষমতা যখন হাতে পায় তখন কাণ্ডের অবস্থা ছিল করুণ। কর্মীদের মাইনে দিতে ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে হত। এম আর হোলসেল সাসপেন্ড ছিল। বিষ্ণুবাবু প্রথমেই তা চালু করেন। সোসাইটি বিল্ডিং এর অবস্থান পরিবর্তন করেন। নতুন দ্বিতল ভবন তৈরি করেন। হাজার মেট্রিক মাল ধরার মতো গোডাউন তৈরি করেন। ৩০ হাজার টাকায় সোসাইটির গৃহের দলিল ব্যাঙ্কে বন্ধক ছিল। সুদেকুলে তা ৮৬ হাজার টাকা হয়। বিষ্ণুবাবু ব্যাঙ্কের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে ৪৮ হাজার টাকায় রফা করে দলিল ফিরিয়ে আনেন। বিষ্ণুবাবু যোগ্য পরিচালনার গুণে ১৬–১৭ জন অথবর্ষে প্রায় ২০ লাখ টাকা এবং ১৭–১৮ সালে প্রায় ১৫ লাখ টাকা সোসাইটি আয় করে। বর্তমানে রাজ্য সমবায় দফতর এআরসিএস এবং স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক গাড়ি কেনা, সেলস কাউন্টার এবং এলাকায় নতুন ব্যাঙ্ক খোলার জন্য অর্থ সাহায্য করেছে। অতি সম্প্রতি ৫ জন সেলস ম্যান নিযুক্ত হয়েছে। চকমানিকে সোসাইটির নিজস্ব গৃহে তন্তুজ' শোরুম খোলা হয়েছে। বিষ্ণুবাবু বললেন বজবজ ২ নম্বর ব্লকের আলমপুর কাশীপুর অঞ্চলে খুব শীঘ্রই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক খোলা হবে। পরে কামরা অঞ্চলে আর একটি ব্যাঙ্ক খোলা হবে। একজন উদ্যোগী পুরুষের হাত ধরে চকমানিক কোঅপারেটিভ–এর উত্থানের গল্প যেন ছাই থেকে ওঠা ফিনিক্স পাখি।

ভেড়ি দখলের আগেই গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভেড়ি (ফিশারী) দখল করার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার এক্তুল এলাকা। জানা গিয়েছে

এদিন রাতে ভেড়ি দখল করার জন্য দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জড়ো হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেলে হানা দিলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতী নিমাই সরদার ও গুড্ডু জয়সারা কে ধরে ফেললেও অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক ও চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। পরে সেখান থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে ক্যানিং থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের আজ আলিপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর মেছো ভেড়ি দখল কে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় কয়েকদিন আগে অশান্তি হয়েছিল। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ও হয়। সেই ঘটনার পর গত রাতে ও ফের দুষ্কৃতীরা অশান্তি করার চেষ্টা করছিল। ধৃতদের গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

৯ কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করে নজির গড়ল

মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার ডোঙারিয়া চৌরাস্তায় অবস্থিত মেডিকেয়ার নার্সিংহোম সম্প্রতি ফলতা ব্লকের এক মহিলার ইউট্রাসের ৯ কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করে নজির গড়ল। সেই মহিলা এখন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। মেডিকেয়ার নার্সিংহোমে প্রতি শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে বসছেন প্রখ্যাত গাইনোকলজিস্ট ডাঃ এন পি হালদার। বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে সন্তানের জন্ম দিতে যার জুড়ি নেই। টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রেও তিনি সমান পারদর্শী।প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে মেডিকেয়ার নার্সিংহোমে বসছেন প্রখ্যাত অর্থপেডিক ডাঃ ঋত্তিকদেব বর্মন। আধুনিক নার্সিংহোমের মতো সর্বদিকে সমান গুরুত্ব দেয় মেডিকেয়ার নার্সিংহোম। ধনী–মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষদের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ মেডিকেয়ার নার্সিং হোম। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতা প্রাপ্ত নার্সিংহোম আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানায়। সংবাদদাতা

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম

প্রোঃ- ডাঃ এম রহমান

ডোঙাড়িয়া, নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

যোগাযোগ

033 2470 0785

980717786

9433717786

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ৮ সেপ্টেম্বর – ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

উত্তাপ ছড়াল না মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙন

ফের একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ল। আর নড়েচড়ে উঠল সরকারি ও রেল দফতরের কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভের পারদ। যথারীতি রাজনৈতিক চাপান–উতোরও চলছে পুরোদমে। এ বলে ওর দোষ। আর অপরপক্ষের আঙুলে তার বিরোধীদের দিকে। এই একই ঘটনা আমার লক্ষ্য করেছি ২০১৬ তে পোস্তায় নির্মীয়মান বিবেকানন্দ উড়াল পুল ভেঙে পড়ার ঘটনায়। সেসময় দোরগোড়ায় ছিল বিধানসভা নির্বাচন। কংগ্রেস–সিপিএম জোট বেঁধে শাসক তৃণমূলকে বেগ দেওয়ার জন্য মরিয়া। আর তার আগের লোকসভা নির্বাচনে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপিও দাগ কাটতে তৈরি। এমতাবস্থায় বিবেকানন্দ সেতু ভেঙে পড়ায় সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে। অন্যদিকে শাসক দল পূর্বতন বাম জমানার ওপর এই সেতু পতনের দোষ চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল। তাদের যুক্তি ছিল বামফ্রন্ট সরকার এরকম অযোগ্য একটি সংস্থাকে কাজের বরাত দিয়েছিল। বস্তুত, এই ব্রিজ ভেঙে পড়েছিল ২০১৬–র ৩১ মার্চ। তার পরেও বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই ইস্যুকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি পর্যন্ত এই ধসে পড়া সেতু পর্যবেক্ষণ করতে এসে বিরোধী শিবিরে অক্সিজেন জিইয়েছিলেন। অন্যদিকে শাসকের তীব্র রোষানলের মধ্যে পড়েছিলেন এই শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা। বিজেপির তরফেও তাদের জাতীয় নেতা ও কেন্দ্রীয় নেতারা ছুটে এসেছিলেন পোস্তায়। আর শাসক দলের হয়ে পুরো মন্ত্রিসভাকে কার্যত সঙ্গে নিয়ে মনিটরিং করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে পোস্তার ঘটনায় সর্বস্তরের নেতাদের এতটা শশব্যস্ততার প্রধান কারণ ছিল শিয়রে থাকা বিধানসভা ভোট। যে নির্বাচনে বাজিমাৎ করতে আর পাঁচটি ইস্যুর মতো ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনাকেও সামনে আনা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন তার রেশ বজায় রাখা হয়েছিল। মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনায় অবশ্য পোস্তার মতো মৃতের সংখ্যা নয়। পোস্তায় যেখানে ২৭ জন মারা গিয়েছিল সেখানে মাঝেরহাটের সেতু পতনে এখনও পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। সংখ্যা দিয়ে নিশ্চয়ই একটা ঘটনার ভয়াবহতা বিচার করা যায় না। তাও পোস্তার ঘটনার সঙ্গে মাঝেরহাটের দুর্ঘটনায় কোথায় যেন বেজায় গরমিল ঠেকছে। আসলে পোস্তার ঘটনার পরে পরে বিধানসভা নির্বাচন থাকাতেই হয়তো এতটা বড় আকারে প্রচার পেয়েছিল সেই ব্রিজ ভাঙার ঘটনা। মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মেয়র–মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়দের দেখা গেলেও উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যাকে কিনা তৃণমূল পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রোজেক্ট করছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী, আব্দুল মান্নান বা সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী, বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়রা ছুটে এলেও কেমন যেন মেগা প্রচারের আলো পায়নি মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙন। যদিও এসেছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তাহলে কি রাজ্যে আশু কোনও নির্বাচন না থাকা এর কারণ। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশনাথ বিজয়বর্গীয় দিল্লিতে বসে রাজ্য সরকারকে দুষে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করেছেন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি তো উচ্চবাচ্যই করেন নি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে একমাত্র ভোট মন্ত্র সামনে না থাকলে নেতারা সেভাবে সক্রিয় হন না। তাতে যাক না কোনও কিছু রসাতলে।

শোভনকে 'প্রেমের খোঁটা' একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কতটা সমীচীন?

নির্মল গোস্বামী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় সাধের কাননকে নিয়ে টিপ্পনি কাটলেন। এর আগে একবার বিধানসভার বাইরে বলে ছিলেন, তুই প্রেম করছিস না রাজনীতি করছিস? মেয়র সাহেব নেত্রীর কাছে আমতা আমতা করে অস্বীকার করার চেষ্টা করলে বলেন যে এখানে যতজন আছে ভোট নেওয়া হোক, দেখি কার সমর্থন বেশি হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবাজী হচ্ছে জেনে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হন শোভনের প্রতি। কারণ শোভনই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাংগঠনিক প্রধান। ফলে সংগঠনের গন্ডগোল সামল দেওয়ার দায়িত্ব তার। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এই সত্য ধরা পড়ল যে, শোভন প্রেমের জন্য সাংগঠনিক কাজকর্ম অবহেলা করছে। তাই একটু চেতাবনী দিলেন।

বাংলার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কোন রসাতলে পৌঁছে গেছে তার একটা বাস্তব চিত্র আমরা পাই। মুখ্যমন্ত্রীর ধমক নিয়ে তাঁর সহকর্মীরা মুখ টিপে হেসেছেন। সংবাদ মাধ্যম রসালো খবরে উজ্জীবিত। প্রশ্ন হল যে এটা কি সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রেমপর্ব যে সেই রসালো খবর পাঠকরা তাড়িয়ে উপভোগ করবে? অথবা ১৮/২০ বছরের তরুণ তরুণীর প্রেম যার নান্দনিক উপযোগিতা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে বসে যাবো? একজন কলকাতার মেয়র। তিনি দায়িত্বশীল নির্বাচিত তৃণ প্রতিনিধি। আবার দুটি দফতরের মন্ত্রীও। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে ঝগড়াঝাটি করছে– টিভির দৌলতে সারা দেশের মানুষ তা দেখছে। সারা রাত বাড়ির সামনে ধর্না, কে কাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না তাই নিয়ে। এরপর এলো বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। এবং এতো কিছুর জন্য দায়ী যে অন্য এক মহিলা তিনিই স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঢুকে পড়েছে। একথাও আজ সর্বজন বিদিত। উল্লেখ থাকে যে কলকাতার মেয়রের চেয়ারে এককালে বসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং পরবর্তী কালে আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এমন কি তৃণমূলের সুব্রত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত কেউ কিন্তু ওই চেয়ারের সম্মান নষ্ট করেননি।

মেয়র বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়ে বউ মেয়েকে ত্যাগ দেবার বাসনায় কোর্টে মামলা করছে– এটা কি বাংলার খুব সাধারণ পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? রাজনৈতিক সংস্কৃতিক কথা বাদই দিলাম না হয়। একজন প্রতিনিধি, একজন মন্ত্রী একজন মেয়রের অনেক কিছু ত্যাগ করার কথা। অনেক সংযমী হওয়ার কথা। সাধারণ মানুষের মতো তাদের জীবনযাত্রা হতে পারে না। কারণ তাদের অবস্থানটা অনেক উপরে তাই সকলের চোখে পড়ে তাদের অবস্থান। তাই তাদের অনুসরণ করার লোকও অনেক থাকে।

তাদের যতটা সম্ভব নৈতিক জীবনযাপন করতে হয়। মানুষের লোভ আর ভোগ–এর সঙ্গে নৈতিকতার দ্বন্দ্ব হতেই পারে। কারণ সকলেই রক্তমাংসের মানুষ। পরকীয়ার অমোঘ আকর্ষণকে হয় তো বা অস্বীকার করার মতো মনের জোর নেই। ঠিক আছে সে ক্ষেত্রে চেয়ারের বা পদের মর্যাদা রক্ষার জন্য পদ ছেড়ে চলে আসা উচিত। তাতে পদের মর্যাদা রক্ষাও হয় আর নিজেরও সম্মান বজায় থাকে। আমাদের মেয়র কাম মন্ত্রী কাম এমএলএ মহাশয় মান মর্যাদা কী সেই বোধ হারিয়ে বসে আছে। এবং যে দলের তিনি সদস্য সেই দলের নৈতিকতার মান দণ্ডে বোধ হয় এটা অনৈতিক কাজ নয়। মেয়র ঘুষের টাকা তোয়ালে জড়িয়ে আলমারিতে তুলে রাখছে– এ দৃশ্যও দোষের নয়।

তৃণমূল দল চলে নেত্রীর কথা। তাঁর ইচ্ছায় আইন। তাঁর ইচ্ছাই নৈতিকতা। কি দলে কি সরকারে বারবার এ জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন তাহলে শোভনকে মেয়র পদ থেকে সরিয়ে চেয়ারের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়াকে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধ নাও মনে করতে পারেন। সেখানে কিছু বলার নেই। কারণ সকলের নৈতিক বোধ তো এক নয়। ফলে তিনি যদি অপরাধ মনে না করে থাকেন তাহলে পদ থেকে অপসারণের প্রশ্নও আসে না। কিন্তু বার বার সংবাদ মাধ্যমের সামনে মেয়রের প্রেম নিয়ে সরস মন্তব্য করাটা কি মুখ্যমন্ত্রীর পদ মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? প্রেমের উল্লেখ না করেও তো তিনি মেয়রের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার জন্য বকাবকি করতে পারতেন।

একজন দায়িত্বশীল শহরের প্রথম নাগরিক যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে দীর্ঘদিনের সহধর্মীনিকে ত্যাগ দিচ্ছে এটা ভারতীয় রীতি সংস্কৃতির পরিপন্থী। সে কথা কী মুখ্যমন্ত্রী জানেন না? প্রেমে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে পরকীয়া প্রেমে পড়লে। তাই প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া মেয়র যে অনেক কাজ গুবলেট করে ফেলবে এটা তো খুব স্বাভাবিক। তাই সুস্থ চিন্তার মানুষ নয় এমন একজনের উপর এতো প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব কেন দেওয়া হবে? একটা সরকারে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় বর্তায় জনগণের উপর। জনগণকে তার ফল ভোগ করতে হয়। বর্ষায় শহরের বেহাল রাস্তার জন্য জনগণের দুর্দশার অন্ত নেই। আবার দলীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব যথাযথ পালন না হলেও ভোগান্তি হয় সেই জনগণের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে মারামারি, বোমা মারা, গুলি চালনা, ঘর ভাঙা ঘরে আগুন দেওয়া যা প্রতি নিয়তই ঘটছে তার সমস্ত প্রভাব পড়ছে সেই গ্রামের প্রান্তিক মানুষজনের উপর।

ফলে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যার সঙ্গে গোটা বাংলার মান মর্যাদা জড়িত তেমন একটা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রসিকতা করাটা সমীচীন কি? আমি জোর দিয়েই বলব এটা রসিকতা। তিনি যদি অন্যায় মনে করেন তবে এক কথাতেই মেয়রকে অপসারণ করা উচিত। তা তিনি করবেন না হয়তো বা করার উপায় নেই। তাহলে কেন বারবার প্রেমের প্রসঙ্গ ভুলবেন মুখ্যমন্ত্রী এতে করে তিনি তার নিজের পদের ওজন বুঝতে যেমন ভুল করছেন তেমনি মেয়র পদের গুরুত্বও সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই এ হেন আচরণ।

প্রশাসন সুষ্ঠভাবে চলে প্রশাসনিক পদের ধারে ভরে। তাই পদের মর্যাদাহানি হলে প্রশাসনে তার প্রভাব পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এটা খুব ভালো ভাবে জনগণ বুঝতে পারছে। আজ মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে তার দলের লোকেরাই পাত্তা দেয় না। ছাত্রদের অতো করে বলার পর দিন কলেজে কলেজে ছাত্রনেতাদের তোলাবাজি দেখা গেছে।

সভায় প্রতিবার নিয়ম করে বলেন যে, আমি গোষ্ঠীবাজী বরদাস্ত করবো না। অথচ সেই গোষ্ঠীবাজীর জেরে তৃণমূল আর এক তৃণমূলকে মারছে। তিনি নিজে গিয়ে থানা থেকে ধৃতকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এতে থানার ওসি ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়েরই পদ মর্যাদার হানি হয়েছিল। তাই তারপর থেকে থানার ওসিদের তৃণমূলীরা থোড়াই কেয়ার করে। যখনই পারে তখনই পুলিশকে পেটায়। আবার তাদের দেখাদেখি বিরোধীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও দেখল বেশ তো পুলিশকে মেরে পার পাওয়া যায়। তারাও বিভিন্ন জায়গায় পুলিশকে মারত শুরু করল। ফলে পুলিশের ভয় জনগণের মন থেকে উবে গেল। তাই আমডাঙায় পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর দুপক্ষ বোমাগুলি নিয়ে গ্রাম দখলের লড়াই শুরু করল। বঙ্গের এই রাজনীতির রাশ ধরা মুখ্যমন্ত্রী পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

এই ভাবটি মনুষ্যে পশুতে বা দেবতায় সর্বত্র সমভাবে একমাত্র মাপকাঠি রূপে প্রয়োগ করিতে পারে, এই আত্মত্যাগই সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্যূত একমাত্র মূল তত্ত্ব ইহাই প্রধান ভাব।

এ জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ দেবপ্রকৃতি মানব–ইঁহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করেন। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি কোনও দেশে এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনো হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিগণ যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়,

ততক্ষণ ইঁহারা লোকের উপকার করেন। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক ইহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায়, সাধু মহাত্মারা ভালর জন্যই ভাল করিয়া থাকেন, তেমনি সর্বনিম্ন প্রান্তে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ওই অনিষ্ট করাই তাহাদের স্বভাব।

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছে: একটি 'প্রবৃত্তি', সেইদিকে আবর্তিত হওয়া অর্থাৎ যাওয়া, আর একটি 'নিবৃত্তি', সেই দিক হইতে নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ ফিরিয়া আসা। 'সেইদিকে বর্তিত হওয়া'কে সংসার বলি। এই 'আমি আমার' যাহা কিছু এই 'আমি'কে টাকা–কড়ি, ক্ষমতা নাম–যশ দ্বারা সর্বদাই সমৃদ্ধ করিতেছে এইগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তর্ভূত। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি সব কিছু আঁকড়াইয়া ধরা। সর্বদাই সব জিনিস এই আমি–রূপ কেন্দ্রে জড়োকরা। ইহাই প্রবৃত্তি।

ফেসবুক বার্তা

পুরনো কলকাতার ট্রেন, নস্টালজিক করে তোলে সকলকে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর চন্দননগর কর্পোরেশনে দায়িত্বে কমিশনার

মলয় সুর, চন্দননগর : দীর্ঘ টালবাহানার পর পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী চন্দননগর কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কমিশনার স্বপন কুমার কুণ্ডু। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নতুন করে নির্বাচন বা নতুন নির্দেশিকা জারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দননগর কর্পোরেশনে চলতে থাকা অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের তরফে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নবান্ন থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস অপমানজনক ভাষায় নবান্নে চিঠি দেওয়ার পরই রাজ্য নেতৃত্ব বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মেয়র রাম চক্রবর্তী ও রমেশ তেওয়ারী

চেয়ারম্যানের একটা হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্যই সমস্ত কাউন্সিলরদের পদ হারাতে হল। এতে দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা তো মানতে হবে। তবে যে সমস্ত কাউন্সিলররা গদ্দারি করেছেন তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। তবে চন্দননগর বাসিন্দারা মনে করছেন শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল ও টাকা পয়সা ভাগ বাটোয়ারার কারণে দীর্ঘদিন ধরে তলানিতে চলে যাওয়া নাগরিকদের পুর পরিষেবা রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জলের সংকট, রাস্তা সাফাইয়ের মতো নূন্যতম কাজগুলির হাল ভেঙে পড়েছিল। বর্তমানে এই বিষয়গুলির দিকে কমিশনার নজর দেবেন। ঐতিহাসিক ফরাসি শহর চন্দননগর। তাঁর খ্যাতি বিশ্ব ব্যাপী রয়েছে। এখনও এই শহরে ফরাসি গন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেই শহরে ইতিহাসের পাতার এই ধরনের ঘটনা প্রথম কালিলিপ্ত হয়ে এক নজির সৃষ্টি হল।

অন্যদিকে বামেদের আমলে যা কখনও ঘটেনি। ১৯৫৩ সালে চন্দননগর কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। তৎকালীন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 'ঝা' কমিশন মারফত চন্দননগরে অবজারভার পাঠান। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারকি কড়ার পর নির্দেশ দেন। এরপরই চন্দননগরকে কর্পোরেশন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সময় কংগ্রেস রাজত্ব ছিল। এই শহর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, শিক্ষিত গুণী মানুষরা বসবাস করেন। এলিট শ্রেণির লোকেদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিবছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই শহরে পা রাখেন। তিনি গর্বিত থাকেন এই শহরে আসতে পেরে। জানা গিয়েছে, মেয়রের পাঠানো সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর নিজেকে দল এবং প্রশাসনের উর্দ্ধে ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাদের কাজকর্মে তেমন একটা মন ছিল না, ফলে নাগরিক পরিষেবায় ঘাটতি হচ্ছিল। অভিযোগের পাহাড় তৈরি হচ্ছিল। সাধারণ নাগরিকদের মনে ক্ষোভের দানা বাঁধছিল। বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা যায়, গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে শহরের রাস্তা সারাইয়ের জন্য তিন কোটি টাকা মঞ্জুর হয়।

পুরসভা পুজোর আগে হাতে গোনা কয়েকটি রাস্তা সংস্কারের কাজ করলেও বেশিরভাগ রাস্তাই খানাখন্দ থেকে গিয়েছে। বর্ষাকালে ওই রাস্তাগুলির চেহারা ভয়ংকর আকারে পরিণত হয়েছে। এদিকে ৬ বারের টানা জয়ী বর্তমান সিপিএমের বিরোধী দলনেতা রমেশ তেওয়ারী।

বামেদের আমলে ডেপুটি মেয়র ছিলেন। পেশায় তিনি চন্দননগর কোর্টের দুঁদে আইনজীবী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্টে ৬০/১ ধারা অনুযায়ী বোর্ড ভেঙে দেওয়ার কারণে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আইন করে নির্বাচন জারি না হওয়া পর্যন্ত কমিশনারকে এই দায়িত্ব সামলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শাসকদলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। চন্দননগর জিটি রোডে কালীতলার বিপরীতে বিরাট ঝাউবাগান ৭ একর জমির মধ্যে দামি গাছপালা কেটে পুকুর ভরাট করে প্রোমোটিং করে বিশাল আবাসন গড়ে উঠে, 'সাম্রাজ্ঞী' শপিং মল খুলে বিপুল আর্থিক নয়ছয় করা হয়েছে।

হাইকোর্টের অর্ডার বন্ধ করার নোটিশ থাকা সত্ত্বেও কেউ কর্ণপাত করেনি। পানীয় জলের সংযোগ থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, বাড়ির প্ল্যান, মিউটেশন হাউসিং ফর অল প্রকল্প থেকে প্রচুর কাটমানি লেনদেন ঘটেছে। তাই এক সিদ্ধান্তে সব সমস্যার নিরসন হল। এই পুর নিগমের বোর্ড নতুন উন্নয়নমুখী কোনও কার্যকলাপ তৈরি করেনি। সবই বামেদের প্ল্যান মাফিক তৈরি ছিল। শুধু তার উপর প্রলেপ দিয়েছে। চন্দননগর বারাসত গেট কালচার অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, যেভাবে চন্দননগরবাসীরা পুর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটে জয়ী করে এনেছিলেন। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। খাল কেটে কুমির এনেছিলেন।

এবারে পচা শামুকের দিকে শহরের বাসিন্দারা যাবে না। বামপন্থীরা শিক্ষিত মার্জিত জ্ঞানী ব্যক্তি। এদের মতো অসভ্য বর্বর নয়। সুতরাং বামফ্রন্টের দিকে পাল্লা ভারী রয়েছে।

অয়ন্তিকার অনন্য অবদান

রিম্পি ঘোষ : নিজের কন্যাশ্রীর টাকা অপর এক দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীকে পড়াশোনার জন্য দান করে এক অনন্য নজির স্থাপন করল উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী অয়ন্তিকা সিংহরায়। বছর ১৬র মেয়ে অয়ন্তিকা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী থাকার সময় সে এই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের টাকা পেতে শুরু করে। অষ্টম ও নবম শ্রেণি এই দুই বছরে পাওয়া কন্যাশ্রীর ১,৫০০ টাকা অয়ন্তিকা নিজের বিদ্যালয়েরই দ্বাদশ উত্তীর্ণা এক মেধাবী ছাত্রীকে দান করে। অয়ন্তিকার পরিবারে রয়েছে বাবা অরুণ সিংহরায়, একটি ছোট মণিহারি দোকান চালান। অয়ন্তিকার মা সর্বাণী সিংহরায় গৃহবধূ। অয়ন্তিকার দাদা অয়নজ্যোতি সিংহরায় সিভিক ভলান্টিয়ার। অয়ন্তিকা পড়াশোনার পাশাপাশি কথক নাচও শেখে। কয়েক বছর আগে জিবাংলা চ্যানেলে 'ডান্স বাংলা ডান্স' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পড়াশোনা ও নাচের সঙ্গে সে যোগ ব্যায়ামও শেখে। অয়ন্তিকার প্রিয় বিষয় বাংলা। সে জানায়, বাবাই ওর অনুপ্রেরণার উৎস। বাবার উৎসাহে অয়ন্তিকা এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা দান করেছে। পরবর্তীকালে এই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের ২৫,০০০ টাকা কোনও দুঃস্থ, মেধাবী মেয়েকে পড়ার জন্য দান করবে বলে অয়ন্তিকা জানায়। ভবিষ্যতে সে শিক্ষিকা হতে চায়।

পাঠকের কলমে

শুধু ব্রিজ নয়

শহরের পুরনো আবাসনগুলোর দিকেও খেয়াল নেই সরকারের। বহুদিন যাবৎ ধরেই খসে পড়ছে আবাসনগুলির দেওয়াল। খুলে যাচ্ছে ওয়্যারিং যা প্রতিমুহূর্তে ভয় ধরাচ্ছে বিশাল অগ্নিকাণ্ডের বা সকলেই দিন গুণছে আবাসনগুলি ভেঙে পড়ার। মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর আতঙ্ক যেন আরও বেড়েছে। কারণ ঘুমের মধ্যে হয়তো একদিন প্রাণ হারাতে হবে। বেহালাতেও রয়েছে এমন সরকারি আবাসন।

অচিন্ত রায়, বেহালা

পারের বালাই সমৃদ্ধ করছে

ফেরিঘাট নিয়ে যে সিরিজ তুলে ধরছে প্রিয় সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা তা সত্যি অসাধারণ। 'পারের বালাই' শুধু আলিপুর বার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আগামীদিনে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রেও দলিল স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত, সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষের রোজনামচা নিয়ে এত তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করবে পাঠকদের। এমনিতে আলিপুর বার্তা মাস্টার স্ট্রোক দেওয়ার জন্য বরাবর বিখ্যাত। এমন সব নতুন ধরনের লেখা ও ইস্যু এখানে ডানা পালা মেলে যা টেক্কা দিতে পারে যে কোনও শীর্ষস্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রকে। দিনগুলি মোর এমনই এক জনপ্রিয় ধারা। যা পর্বের পর পর্বে পাঠকদের প্রাসঙ্গিক থাকতে সাহায্য করছে। তার সঙ্গে যোগ হল পারের বালাই। সামনের দিনে আলিপুর বার্তা যে এমন অনেক নিত্যনতুন লেখার ফুলঝুরি মেলে ধরবেন তাও নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া। আরও একবার ধন্যবাদ আলিপুর বার্তা সম্পাদকমণ্ডলীকে। এমন তাৎক্ষণিকভাবে অসাধারণ এই সিরিজটি উপহার দেওয়ার জন্য। যা শুধু সুন্দরবনবাসী বলে নয়। সারা রাজ্যের মানুষেরই অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠবে অচিরেই তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

পাঁচুগোপাল দত্ত
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

ফোর লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বারাসত–বারাকপুর রোডের অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশির দশকে জেলাভাগের পর থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জনসংখ্যা বড়তে বাড়তে বর্তমানে প্রায় জন বিস্ফোরণের চেহারা নিয়েছে। এরই সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে যানবাহন। যাতায়াত ব্যবস্থাকে সামাল দিতে জেলার রাস্তাঘাট বেশ কয়েকবার পরিবর্ধন ও সংস্কার করার উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু তাতেও জেলা শহরের যানজট যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তেমনই যোগাযোগ ব্যবস্থারও বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। একারণে জেলার ৩৪ নম্বর ও ৩৫ নম্বর দুটি জাতীয় সড়ক সহ প্রধান রাজ্য সড়কগুলিকে ফোর লেন এবং থ্রি লেন করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে যানজট নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক দুটির সম্প্রসারণ ছাড়াও মধ্যমগ্রাম–সোদপুর ও বারাসত–বারাকপুর রোড দুটিকেও ফোর লেন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাসত–বারাকপুর রোড খুবই সংকীর্ণ। মূলত এই রাস্তাটি ছিল সেনাবাহিনীর। সম্প্রতি রাস্তাটি রাজ্য সরকারের অধীনে আসে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর সম্মানে ও স্মৃতিতে সড়কটিকে ফোর লেন করা সয় সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে বলো জানা গিয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী রাস্তা প্রশস্ত করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই মতো ইতিমধ্যেই ওয়্যারলেস গেট থেকে বারাকপুর পর্যন্ত কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হেলা বটতলা থেকে বারাকপুর পর্যন্ত যে রাস্তাটি, সেটি কল্যাণী বাইপাস ও বিটি রোডে মিশেছে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর যানবাহনের চাপ সামলায়। ফলে নিত্য যাত্রী ও ছোট গাড়ির দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই আছে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তাটিকে ফোর লেন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য রাস্তার দুপাশে অবৈধ যত দোকান, বাড়ি, বাজার আছে তা খুব শীঘ্রই উচ্ছেদ করা হবে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাস্তাটির কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পি ডব্লিউ ডি বারাকপুর ডিভিশনকে।

হেলা বটতলা থেকে কল্যাণী রোডের মোড় পর্যন্ত ফোর লেন করার জন্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৮ কোটি টাকার অনুমোদন মিলছে, বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। রাস্তাটিকে ফোর লেন করার অনুপাতেই নীলগঞ্জ খালের উপরের ব্রিজটিকেও ১৪০ ফুট প্রশস্ত করা হবে। এছাড়া, রাস্তার দুই পাশের গাছগুলিকে কাটাও দরকার। খুব শীঘ্রই গাছগুলিকে কাটার কাজও শুরু হতে চলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। পাশাপাশি ফোর লেন করার জন্যে যদি কারও ব্যক্তিগত বৈধ সম্পত্তি অধিগৃহীত হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে কেরালায় সাহায্য

অভীক মিত্র : সাম্প্রতিক কেরালায় ভয়াবহ বন্যার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় দেখে শিউরে উঠেছিল বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুলগ্না সেন। গত ২৯ আগস্ট ছিল সুলগ্নার জন্মদিন। এবার সে তার জন্মদিন পালন না করে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে জমানো ৩২৮০ টাকা ডাকঘরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় কেরালার বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে কেরালা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি। সেই চিঠিতে সুলগ্না কেরালার মুখ্যমন্ত্রীকে 'আঙ্কেল' সম্বোধন করে তার এই সাহায্য পাঠানোর কথা জানিয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র আদরের মেয়ে সুলগ্না এরআগেও গতবছর তার জন্মদিনে বীরভূম জেলার তৎকালীন জেলাশাসক পি মোহন গান্ধির হাতে দুর্গত মানুষদের জন্য সাহায্য তুলে দিয়েছিলো। কিশোরী সুলগ্নার এই হার্দিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন বিদ্বজ্জনেরা। ছোটরাও যে বড়ো কাজে অংশ নিতে পারে কিশোরী সুলগ্নাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুলগ্না সেনকে তার মহতী কাজের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ৫২ বছরের 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নারায়ণপুর, তারাপুর, ডাবুক, বিষ্ণুপুর, খয়রাশোল, বোলপুর, সিউড়ি সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে কেরালায় বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করে সিপিএম এবং এসএফআই–র সদস্যরা। আলুন্দা গ্রামের খুদে পড়ুয়ারা, সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজের পড়ুয়ারা ত্রাণ সংগ্রহের কাজে হাত বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠে কাজ করার সময় গোঁড়শা গ্রামে গত ৩১শে আগস্ট দুপুরে বাজ পড়ে ঘটনাস্থলে মারা গেলো অনিলকুমার দাস (৫৭)। বাড়ি গোঁড়শা গ্রামে। গোরু চড়ানোর সময় বাজ পড়ে মারা গেলো কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামের ধরম ধীবর (১৯)। মাঠে কাজ করার সময় ভবানীগঞ্জে বাজ পড়ে মারা গেলো মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (৫৪)। মাঠে কাজ করার সময় বাজ পড়ে মারা যায় কয়থা চৌধুরীপাড়ার আব্দুল কাদের শেখ (৪২) এবং ভাদ্রীশ্বরের ছোট্টু শেখ (১৭)। আহত হয়ে এক মহিলাসহ চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহুরাপুরে মাঠে কাজ করার সময় বাজ পড়ে জখম হয় স্বামী স্ত্রী। বর্ধমান নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় উত্তম বাগদী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্ত্রী সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত পনোরোদিনে বৃষ্টির সময় বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো ছয়জনের এবং জখম হয়েছে পাচঁজন।

অস্থিকলস, আক্রান্ত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিকোরবেতা গ্রামে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস বিসর্জনের আগে প্যান্ডেল বাধাঁর সময় বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠলো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা শেখ কালাম সহ জখম বিজেপি কর্মীরা ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। পরে পুলিশি নিরাপত্তায় জয়দেবের কদমখন্ডী ঘাটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস বিসর্জন করা হয়। উপস্থিত ছিলো বিজেপি নেতা, কর্মী সমর্থক সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষজন। তার আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস নিয়ে সজ্জিত ট্যাবলো বোলপুর, ইলামবাজার, সাঁইথিয়া, আমোদপুর, রামপুরহাট, মহম্মদবাজার, তারাপীঠ, সিউড়ি, তাতিপাড়া, চন্দ্রপুর, দুবরাজপুর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সেখানে বিজেপি নেতা, কর্মী সমর্থক সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানায়।

রাজগ্রামে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই–১ নং ব্লকের রাজগ্রাম পাথর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত পাথর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৪০০ জন শ্রমিক এদিন এসইউসিআই–র সংগঠন ছেড়ে তৃণমূলের সংগঠন আইএনটিইউসি–তে যোগ দিল। উপস্থিত ছিলেন মুরারই বিধায়ক আব্দুর রহমান,জেলাপরিষদের বিদায়ী কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত (বাবলু), মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয় ঘোষ, মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়), সঞ্জীব রুইদাস, সোহেল কাজী সহ তৃণমূলের নেতা কর্মীরা।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে নানুর থানার চণ্ডীপুর গ্রামে রাতভর চলে বোমাবাজি। বাড়িতে আগুন ধরানো হয়। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থানায় গ্রামে চলছে পুলিশি টহল। বাবুইজোড় গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম হয় তৃণমূল সদস্য জিতেন বাউড়ী। সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সদাইপুর থানার তরুপগড়িহাট গ্রামে এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি স্টেশনে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা গেলো লক্ষ্মী মাহারা (৪০) নামে এক ঠিকা শ্রমিক। বাড়ি জামালপুর গ্রামে। উত্তেজিত জনতা বেশ কয়েকটি ট্রাকে ভাঙচুর চালায়। বাতাসপুর স্টেশনের কাছে ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হলো এক বালিকার। জখম হয়ে চারজন সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লোহাপুরে মোটরবাইকের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মারা গেলো বীরভূম জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণ মাল (১৪)। সিউড়ি হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে যাওয়ার সময় শেওড়াকুড়ি মোড়ে গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলো বিনোদ শুক্লা (২২) নামে সিউড়ি হাসপাতালের এক কর্মী। বাড়ি চরিচা পঞ্চায়েতের বর্ডার এলাকায়। দুর্গাপুর বিবেকানন্দ হাসপাতালে দুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যায় বিনোদ।

বিজয় মিছিলে লাড্ডু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপ্রিম কোর্টে পঞ্চায়েতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে রাজনগরে রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধুর নেতৃত্বে বিজয় মিছিল করলো রাজনগরের তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা। মিছিল রাজনগর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে শেষ হয় এবং সেখানে সবুজ আবীরের সঙ্গে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। সুকুমার সাধু বলেন, 'আজকের আদালতের রায় বিরোধীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। আমরা এই রায়ে খুশি। এ জয় উন্নয়নের জয়। আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাবো'। মুরারই এলাকায় তৃণমূলের উদ্যোগে সবুজ আবীর খেলা হয়।

চারটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিগুনী গ্রামের বাশঁবাগান থেকে উদ্ধার হলো রাখী থান্ডার খাঁ (৩০) ঝুলন্ত দেহ। বড়পাহাড়ি গ্রামের খড়ের চালা দোকানের ভিতর থেকে লরির চালক প্রসাদ দলুই (৪৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো। বাড়ি বালিয়া গ্রামে। আড়াডাঙালি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হলো লাল্টু কোঁড়ার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাশঁলৈ নদীর চর থেকে মাসুদা খাতুন (৫) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাসুদার ঠাকুমাকে আটক করেছে পুলিশ। বান্ধাইপুর গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মল্লারপুরে ৬০নং জাতীয় সড়কের পাশ থেকে পিডব্লুডি অফিসের কেয়ারটেকার নারায়ণ লেটের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ।

সংঘর্ষে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি টোটো এক যুবককে ধাক্কা মারে – আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ালো হিয়াতনগর এবং কাশিমনগর গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

বদলি পরীক্ষা বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইংরেজি শিক্ষক তপনকুমার দাস মিউচুয়াল বদলি হবেন শুনে পরীক্ষা বয়কট করে বিক্ষোভ দেখালো মেটেলা উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। তপনবাবুর বাড়ি গলসি এলাকায়। যাতায়তের অসুবিধার জন্য তিনি মিউচুয়াল বদলি চেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরে বিক্ষোভ তুলে নেয় পড়ুয়ারা।

সম্প্রসারণ হবে বারুইপুর আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বারুইপুর কোর্টে শিলান্যাস করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন জোনাল বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। প্রথমে প্রধান বিচারপতিকে বারুইপুর আদালতের তরফ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর হয় সংবর্ধনা ও পরে শিলান্যাস। বারুইপুর আদালতে আজ বহু দিন ধরে আইনজীবীদের বসবার যায়গা নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয় মুহুরিদেরও বসবার জায়গাও নেই। মামলা বেড়েছে আগের তুলনায়। প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময়বাবু বলেন এখানে একটি দোতলা বাড়ি হচ্ছে চারতলা ভিতের। দোতলায় ৭০--১০০ জন উকিল বাবুরা বসবেন। এটা দুই ভাগে ভাগ হবে একটি সিভিল ও অন্যটি ক্রিমিন্যাল আইনজীবীরা বসবেন। একতলায় মুহুরীদের বসার জায়গাও হবে। খুব গুরুত্ব পূর্ণ সাক্ষীরা বসবেন। এছাড়া দুগ্ধ শিশুরা মায়ের সঙ্গে বসার জায়গা পাবেন ও প্রতিবন্ধিরাও। তিনি বলেন এখন ল' কলেজ থেকে পাশ করে বহু আইনজীবীরা আসছেন তাদেরকে বসার জায়গা দিতে হবে। এই জেলায় ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ আদালতেও বাড়ি তৈরি হবে। যাকে এক কথায় বলে আদালত সম্প্রসারণ করা হবে। বর্তমানর বেশ কিছু বিচারপতি সংখ্যা বাড়াতে হবে কারণ, প্রচুর মামলা জমে আছে। সেই তুলনায় বিচারপতি নেই। সুতরাং আদালতকে বাড়াতে হবে। এই বাড়িটি তৈরি করতে খরচা হচ্ছে ৩–৫০ কোটি টাকা। শেষে বলেন বারুইপুর আদালতের ভিতরে একটি পোস্ট অফিসের দরকার আছে। সেটাও আমি দেখবো যাতে এখানে একটি পোস্ট অফিস হয় তখন আইনজীবীদের প্রচুর হাততালি পরে।

ধুন্ধুমার ডাঃ হাঃ হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

এরপরেই ওই মহিলার চিকার এ বাকি রোগীর পরিবার এসে যায়। ততক্ষনে ওই কর্মী পার্থ পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। উত্তেজিত রোগীর বাকি পরিবাররা হাসপাতালে গন্ডোগলের সুত্রপাত করে। সকাল কাটতেই আরো লোকের সমাগম হয়। উত্তেজিত জনতা এসে হাসপাতালের বাকি কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে প।ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে জনতার সাথে খন্ডযুদ্ধ হয়। পুলিশ ওই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। এদিন ডায়মন্ড হারবার থানায় ওই পরিবার যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষনের চেষ্টার র অভিযোগ করে।

উত্তেজিত জনতা, অভিযুক্ত পার্থ সারথি দোলুই। নিজস্ব চিত্র

অভিযুক্তকে আজ ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

বৈঠকে বাড়ল ভয়

প্রথম পাতার পর

দেশে কি তাঁদের অভাব রয়েছে। মেট্রো রেল প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এর আগে এ শহরে বহু মেট্রোর কাজ হয়েছে। কোথাও তো ভাইব্রেশন সমস্যা করে নি। এমন কি মাঝেরহাট ব্রিজের নিচের পিলারের কোনও নড়চড় হয়নি। শুধু শুধু জলঘোলা করে তদন্তের স্বচ্ছতা নষ্ট করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি প্রত্যেকটি ব্রিজ একদিকে পুরনো হচ্ছে অন্যদিকে তার উপর বাড়ানো হচ্ছে লোড। তার উপর দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না প্রকৃত সংস্কার। সারানোর নামে পাথরকুচি আর বিটুমিনের স্তর ঢেলে ভারী করে দেওয়া হচ্ছে দিনের পর দিন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিজ যে ভাঙবে তা বলতে সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী যে ছবি তুলে ধরছেন তা কলকাতা সহ সংলগ্ন অঞ্চলের। জেলায় জেলায় বহু সেতু ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। মানুষ মরলেও ক্ষতিপূরণ ছাড়া গতি নেই।

আসলে আর্থিক অনটনে ভুগছে রাজ্য সরকার। রাজনৈতিক চাপে চিড়ে চ্যাপ্টা অর্থ দফতর। মেলা–খেলা–উৎসব–অনুদানে অর্থ বরাদ্দে বাধ্য হচ্ছেন কর্তারা। ফলে পরিকাঠামো সংস্কারের টাকা চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রভাব পড়ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সেতু সবার অবস্থা হয়ে উঠছে ভয়াবহ। শিল্প মহলের বক্তব্য যোগাযোগের এই হাল নস্যাৎ করে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প স্বপ্ন। শুধু রাস্তাঘাট, সেতু নয় কলকাতা সহ জেলায় সরকারি ভবনগুলির অবস্থা শোচনীয়। সংস্কার তো দূর অস্ত, বৈদ্যুতিন সরঞ্জামও সরবরাহ করা যাচ্ছে না অর্থাভাবে। জোড়াতালি দিয়ে চলছে কোনওরকমে। ভিতরের করুণ এই চালচিত্র ঢাকতে বাইরে পড়ছে রঙের প্রলেপ আর আলোর বাহার। এক বিরোধী নেতা ব্যাঙ্গের সুরে জানালেন নীল–সাদা তো আগ্রাসনের রঙে পরিণত হয়েছে। এই রঙ দেখলেই মানুষের মনে ফুটে উঠছে সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকারের ছবি।

সত্যি যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া মুখ্য সচিবের তদন্তের সার বস্তু হয় তাহলে রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থায় নেমে আসবে গভীর সংকট। এমনিতেই কেন্দ্রের নেকনজরে থাকা জোকা মেট্রো প্রকল্পের ভবিষ্যৎ চলে যেতে পারে বিশ বাঁও জলে। ইতিমধ্যেই ক্ষোভ জানিয়েছে ট্রাক মালিক সংগঠন। পুলিশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ট্রাক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজ্যের আর্থিক সংকট আরও বাড়বে। অর্থাৎ সবকিছুর উপর বেঁচে রইল ভয়, আরও ভয়।

'অখণ্ডতার প্রশ্নে আপোষহীন থাকবে ভারত'

প্রথম পাতার পর

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : এটি পরিষ্কার। বিষয়টি নতুন কিছু নয়। সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী বর্তমান যে সরকার দেশ পরিচালনা করেছে, সংবিধান অনুযায়ী এই সরকারই আগামী নির্বাচন পরিচালনা করবে–এটাই আওয়ামী লিগের নীতি। কে কী ভাবছে, কার কী চিন্তা..থাকতেই পারে। নির্বাচনকালীন সরকার রুটিনওয়ার্ক চালাবে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে। এই সরকারের সময়েই উপ–নির্বাচন, সিটি নির্বাচন, পুরসভা–ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ অসংখ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে যদি সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজন না হয় তবে এখানেও তাই হবে। নির্বাচনকালীন সরকার বলে পৃথিবীর কোথাও কী সরকার আছে? পৃথিবীর গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কোথাও কী এমন আছে?

আলিপুর বার্তা : টানা দুই মেয়াদে সরকার পরিচালনার পর এই মুহূর্তে আপনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লিগের মূল লক্ষ্য কী?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য থাকে নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করার। আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য সেটাই। ২০১৮ ডিসেম্বরে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন রয়েছে, সেই নির্বাচনে জনসমর্থন নিয়ে একটি অবাধ–নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

আলিপুর বার্তা : নির্বাচন নিয়ে এরই মাঝে আপনার দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের সতর্ক করে বলেছেন, এই নির্বাচন আগের নির্বাচনের মত হবে না। এ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও কঠিন হবে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লিগের স্ট্র্যাটেজি কী রকম হবে?

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম : আমরা দেশের একটি প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল হিসাবে জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতেই অংশগ্রহণ করব এবং বিজয়ী হব এটাই আমাদেও প্রত্যাশা। এই ধরণের আচরণ..জনসমর্থন আদায়ের জন্য যে কাজ করার দরকার তৃণমূল পর্যায়ে–দলীয় সভাপতি নেতকর্মীদের সেই নির্দেশনাটিই দিয়েছেন, আমি মনেকরি এটি যথার্থ। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমি আশা করব, সকল রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আগামী দিনে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে একটি প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে আওয়ামী লিগ; যে দায়িত্ব পালন করে আসছে, তা ভবিষ্যতেও করে হবে।

উড়ালপুল বিপর্যয়ের আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

এই ফ্লাইওভারটি নির্মিত হয়েছে ২০০৬ সালে। বারাসত রেল স্টেশন সংলগ্ন ১২ নম্বর রেলগেটের উপর দিয়ে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও জনবহুল জায়গা দিয়ে এই উড়ালপুলটি চাঁপাডালি মোড় এবং কলোনি মোড়ের সংযোগ ঘটাচ্ছে। বাম আমলে নির্মাণের সময়ই এই উড়ালপুলটি বারাসত শহরকে দুভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। এমন অভিযোগও উঠেছিল। কারণ একেবারে ঘিঞ্জি জায়গা দিয়ে এই উড়ালপুলটির নির্মাণ অনেকেই সে সময় মেনে নিতে পারেননি। এর নিচে এবং এর দুপাশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্যা দোকান, অফিস এবং ঘরবাড়ি। এছাড়াও প্রাত্যহিক হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। পোস্তার পর মাঝেরহাট। কলকাতার বুকে পর পর দু'দুটি উড়ালপুল বিপর্যয় ভাবিয়ে তুলেছে বারাসতবাসীকে। কারণ এই ব্রিজটি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। তার উপর রয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের চূড়ান্ত অভাব। বৃষ্টি হলেই উড়ালপুলের যততত্র জল জমে যায়। তার উপর দিয়েই চলে অটো, টোটো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার সহ বাস, লরির মতো অতি ভারি যানবাহন। রক্ষণাবেক্ষণের প্রসঙ্গে বারাসত রেলের কারিগরি দফতরের সঙ্গে কথা বললে, তারা জানান, বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব রাজ্য পিডব্লিউডি'র।

কারণ রেলের দায়িত্ব অনুমোদন দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেখভালের দায়িত্ব নয়। বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি তো টেকনিক্যাল পার্সন নই। তবে পিডব্লিউডি'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে উড়ালপুলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানানোর জন্যে। ওদের জবাব পেলেই পরিস্থিতি জানা যাবে।' এ ব্যাপারে পিডব্লিউডি–র সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

আতঙ্ক বেড়েছে গদাখালি–বারাতলায়

প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষ যান চলাচলে বাধা দেয়। করণ ব্রিজটি বড় গাড়ি গেলে কেঁপে উঠত। সেইসময় সেচ দফতর থেকে কোনও রকমে সংস্কার করে নীল সাদা রঙ করে দেওয়া হয়। আবার যথারীতি যান চলাচল শুরু হয়। বর্তমানে স্থানীয় মানুষরা প্রশ্ন তুলছেন। এই ব্রিজের যে বহন ক্ষমতা, তার অতিরিক্ত ভার কি এই ব্রিজে পড়ছে না? ব্রিজের ভিত ঠিক আছে তো? কোনও দিন বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে না তো? এ ব্যাপারে ডি রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, বছর দেড়েক আগে এই পোল সংস্কারের ব্যাপারে আমরা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি আবেদন করেছিলাম। তারপর সেচ দফতর সংস্কার করে। তবে মাঝেরহাটের ঘটনার পর আমরাও উদ্বিগ্ন, এ ব্যাপারে শীঘ্রই কথা বলব। ডি–রায়পুর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, আমাদের সাংসদের প্রতিনিধি তথা আমাদের ব্লকের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্যকে আমি পুরো বিষয়টা জানাব।

সেচ দফতরের ক্যানাল ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার জগবন্ধু ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, জেলার সমস্ত ব্রিজ নিয়েই পর্যালোচনা চলছে। আমরা দফতরকে রিপোর্ট দেব, সংস্কারের ব্যাপারে দফতরই সিদ্ধান্ত নেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মন্দিরবাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প কার্যালয়

মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,

ফোন নং–০৩১৭৪–২৬০৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকল্প অফিসে অবস্থিত গুদাম হইতে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। ইচ্ছুক সরবরাহকারী বিশদ জানিবার জন্য এবং দরপত্র জমা দেবার ফর্মের জন্য প্রকল্প অফিসে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, হইতে ৩ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত যে কোনো কাজের দিন যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

মন্দিরবাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প,

Memo No. 143/ICDS/MDB Dated : 06/09/2018

মহানগরে

টেস্টের প্রশ্নপত্র স্কুলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৮তে এসে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উপসচিব (শিক্ষা) পার্থ কর্মকার রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে তাদের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করবে। সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নির্দেশকে দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার কয়েকটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের বক্তব্য। পর্ষদ উপসচিব রাজ্যের সমস্ত পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের প্রধানদের নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ পাঠিয়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্টের প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট স্কুলকেই তৈরি করতে হবে। এবং প্রমাণ হিসাবে প্রতিটি প্রশ্নপত্রের শুরুতেই বিদ্যালয়ের নাম থাকা প্রতিটি বিষয়ের পাঁচটি করে প্রশ্নপত্র আলাদা আলাদা প্যাকেটে ভরে, সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্যাকেটগুলি একটি মূল প্যাকেটের মধ্যে ভরে তারপরে বিদ্যালয়ের নাম লিখে পর্ষদে পাঠাতে হবে। রাজ্যের যে সমস্ত বিদ্যালয় সে রাজ্য সরকারে পক্ষের বা বিপক্ষের তৈরি প্রশ্নপত্র কিনে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা নিলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে করণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো হবে। এদিকে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ড. সৌগত বসু পর্ষদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, পর্ষদের নিয়মই তো ছিল বিদ্যালয়ের নিজস্ব তৈরি প্রশ্নেই মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা হবে। আমাদের সমিতির অধীন যে ৩৯টি বিদ্যালয় রয়েছে তারা তো পরম্পরায় তাই করে আসছে। পর্ষদ ভবন নিকটবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভানেত্রী অধ্যাপিকা মহুয়া দাসের দাবি, তাদের অধীন বিদ্যালয়গুলি টেস্টের প্রশ্নপত্র পরম্পরায় নিজেরাই তৈরি করে নেয়। নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা চলবে আগামী ৫–২৬ নভেম্বরের কোনও এক সময়।

প্রত্যন্তের পাশে পরিষেবা

নজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামীণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু প্রকল্প সবুজ বাংলা রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। কৃষি ভিত্তিক জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো– মানব সভ্যতার এই চারটি স্তম্ভের উপরে আছে এই প্রকল্প এবং খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার জন্য কৃষি কর্মশালা শুরু করছে CHURCH OF CRIST THE KING (৭ পয়েন্ট)–এ। যেহেতু, গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা– কৃষিকার্য তাই অতি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষি কাজের মাধ্যমে তাদের আয় সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করছি বলে বলেন কর্তারা প্রেস ক্লাবের এক সাংবাদিক বৈঠকে। সংস্থার সম্পাদক তিমির কান্তি মজুমদার বলেন, প্রতিটি ব্লকে এবং জেলায় একটি করে অ্যাম্বুলেন্স, ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট চালু করার উদ্যোগী হয়েছি। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের রাস্তাগুলিতে ল্যাম্প পোস্টের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করব। এছাড়া বর্জ্য পদার্থের পুনঃব্যবহারের উপযোগী,

প্রাকৃতিক জ্বালানীর বদলে ইথানালের ব্যাপক ব্যবহার, ভুগর্ভস্থ বৃষ্টির জল সঞ্চয়, বহুমুখী কোল্ডস্টোর ও অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা নিয়েছি চেষ্টা করব সার্থক করে তোলার। ইতিমধ্যে গত ২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে পার্কসার্কাস ৭ পয়েন্টের নিকটবর্তী চার্চে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৭০০ জন অধিক এসএইচজি প্রতিনিধিরা কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরে এসে কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও এই প্রশিক্ষণ শিবির চালু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে

ডেঙ্গু হেলথ অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমস্ত পতঙ্গবাহী রোগের সঠিক চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষের প্রথম 'ডেডিকেটেড হেলথ অ্যাপে' (KMC health app) গত

৩০ আগস্ট উদ্বোধন করলেন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও উর্দু এই চারটি ভাষায় এই 'অ্যান্ড্রয়েড ফোন' অ্যাপটি তৈরির 'টেকনিক্যাল পার্টনার' হলেন 'স্নায়ু'। ২০৫ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিস্তৃত বিশাল কলকাতা মহানগরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মশাবাহিত রোগের চিকিৎসার ১৬৭টি কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত সে সংক্রান্ত তথ্য দেবে এই অ্যাপলিকেশন। ডেঙ্গুর লক্ষণ (জ্বর, হাড়ে ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, জ্বরের পরেও দুর্বলতা), রোগ নির্ণয়, করণীয় (ডেঙ্গু প্রতিরোধে কী করবেন), কী করণীয় নয়, চিকিৎসা কীভাবে হয়? প্রসঙ্গত, অ্যাপটি নিয়মিত আপডেট হতে থাকবে। এতে ক্রমশ ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, হাইপারটেনশন, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি পরিষেবায় প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তথ্যও সংযোজিত হবে। কোনও হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসা পাবেন তাও জানা যাবে এই অ্যাপে।

আরও ৭টি নাইট শেল্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবঘুরে ও ফুটপাতবাসীদের কথা মাথায় রেখে কলকাতা মহানগরে আরও ৭টি নাইট শেল্টার বা রাত্রিবাস নির্মাণ করবে কলকাতা পুরসংস্থা। এগুলি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে কলকাতার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পুর বামফ্রন্ট নেত্রী তথা কলকাতার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠা পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের প্রশ্নের জবাবে সংশ্লিষ্ট মেয়র পারিষদ বলেন, কলকাতা মহানগরে এই মুহূর্তে ৩৭টি 'নাইট শেল্টার' রয়েছে। আরও ৭টি নতুন করে নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। ওয়ার্ডগুলি হল ১ নম্বর বরোর ৫ নম্বরওয়ার্ডে, ২ নম্বর বরোর ১২ নম্বর ওয়ার্ডে, ৩ নম্বর বরোর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে, ৫ নম্বর বরোর ৩৬ ও ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে, ৭ নম্বর বরোর ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে এবং ১৩ নম্বর বরোর ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রসঙ্গত এই ১২২ নম্বর ওয়ার্ডেই ফাঁকা জমি সর্বাধিক। রত্নাদেবী অতিরিক্ত 'সাপ্লিমেন্টারি'তে বলেন, অ্যাওয়ারপেদ ক্যামপেইন সম্পর্কে সেভাবে কিছু হচ্ছে না। আপনারা এনজিও–র কথা বলছেন বটে। কিন্তু আমাদের মতো যাঁরা দিনের প্রায় ১৮ ঘন্টা ওয়ার্ডে পুর পরিষেবার কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই। যাঁরা ঝুপড়িবাসী ফুটপাতে বাস করে তারা ওই নাইট শেল্টার সম্পর্কে কিছু জানতে পারছে না।

আর প্রতি ওয়ার্ডে একটি নাইট শেল্টার গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। স্বপনবাবু অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরে বলেন, সাধারণত 'নাইট শেল্টার' সম্পর্কে, তার অবস্থান সম্পর্কে প্রচার কার্য চালানোর দায়িত্ব বিভিন্ন এনজিওকে দেওয়া হয়। তারাই ফুটপাতবাসী মানুষজনের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'নাইট শেল্টারে' বসবাসের ব্যবস্থা করে থাকে। আর প্রতি ওয়ার্ডে 'নাইট শেল্টার' গড়ার মতো জায়গার খুবই অভাব। ইতিমধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি মিটিং করেছি। বেশ কয়েকটা সংস্থার সঙ্গে যাদের শহরের বুকে বহু পরিত্যক্ত জায়গা পড়ে রয়েছে। যেমন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, রেল, 'কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি', 'কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট', 'ইরিগেশন' বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি কিন্তু দুর্ঘটনা বশত জায়গার খুবই অভাব।

এখনও পর্যন্ত কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ইস্টার্ন রেলের যেসব অপরিত্যক্ত জমি কলকাতা মহানগরের বুকে পড়ে আছে, সেগুলি আমরা 'নাইট শেল্টার' গড়ার জন্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলিও পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই আপনাদের মতো ওয়ার্ডে, বিশেষভাবে কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত এলাকায় প্রচুর ফাঁকা জমি আছে। সেগুলি আমাদের দিন ভেবে দেখবো। জায়গার একটি দু'টি খোঁজ দিন দেখি।

ইএনটি ডাক্তারদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ও ২৬ আগস্ট কলকাতার কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে অ্যাসোসিয়েশন অফ অটোল্যারিন গোলজিস্টস অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে নাক–কান–গলা বিভাগীয় ডাক্তারদের এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের ইএনটি ডাক্তারেরা। এই আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক এবং আধুনিকের আগের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। এছাড়াও ছিল অপারেশন সংক্রান্ত বিষয়ক আলোচনা সহ বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দূষণের জেরে সেসব নাক–কান–গলার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে সে নিয়েও আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নামকরা ইএনটি সার্জেনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ডাঃ দীপায়ন মুখার্জী, ডাঃ দুলাল বাসু, ডাঃ এএম সাহা, ডাঃ দেবাশিস গুহ, ডাঃ তরুণ পালিত সহ অন্যান্যজনেরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেন্নাইয়ের বিখ্যাত ইএনটি সার্জেন ডাঃ সতীশ জৈন ও ডাঃ রবি রামালিঙ্গম। রাজ্যের ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি দুবে, ডাঃ সঞ্জয় আগরবালও উপস্থিত ছিলেন। এই মিডিও আইকন ২০১৮–র প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও লাইভ ডেমোস্ট্রেশনের মাধ্যমে অপারেশনের বিষয়ক কিছু তথ্য দেখানো হয়। শব্দদূষণ এক গুরুতর অসুবিধায় ফেলছে মানুষজনকে। যা থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ সেই নিয়েও আলোচনা হয়।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

দেশ–দেশান্তরে

পোয়াবারো সন্ত্রাসবাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোঁসা হয়েছে আমেরিকার। পাকিস্তানের উপর খাপ্পা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে দেশের মাটিকে সন্ত্রাসের আখড়ায় পরিণত করেছে পাকিস্তান। তাই বন্ধ সন্ত্রাস মোকাবিলার অনুদান। দাতার দান আর জীবের প্রাণ দুটিই বড় অস্থির। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে পাকিস্তান চিরকাল ভেঙেছে তবু মচকায় নি। এমনকি ভারত বহুবার একই অভিযোগ করলেও পাকিস্তানের মদতদাতার অভাব

হয়নি। কারণ পাকিস্তানের মাটি বড় লোভনীয়। এখানে ধর্মীয় মৌলবাদ আছে, প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী আছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আছে, আর্থিক অনটন আছে। আর আছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি যার নাম ভারত বিদ্বেষ।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, আমেরিকার এই হুমকি সম্ভবত সাময়িক। পাকিস্তানের নতুন সরকারকে একটা কড়া বার্তা দেওয়া মাত্র। তাঁদের ধারণা কয়েকদিনের মধ্যে পাক–মার্কিন আলোচনার এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ আমেরিকা ভাল করেই জানে পাকিস্তানের বন্ধু হওয়ার দৌড়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে চিন। ইতিমধ্যেই তারা পাকিস্তানের মাটিতে নিজেদের আধিপত্য কায়েক করতে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। পাকিস্তানের কাছেও আমেরিকার থেকে চিন বন্ধু হিসাবে অনেক বেশি কাম্য। আমেরিকা শুধু অর্থ দেয়। চিন সাহায্যের সঙ্গে দেয় ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি। কারণ পাকিস্তান ও চিনের 'কমন এনিমি' হল ভারত। দুজনেই দখল করে রেখেছে ভারতের মাটি। ভারত আগ্রাসন দুজনেরই এক। ভরতের ধ্বংসই দুজনের লক্ষ্য। শুধু ভারত নয় দুই দেশের মাটিতেই লালিত পালিত হয় আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষও। ফলে পাকিস্তানকে চিনের হাতে পুরোপুরি সমর্পণ করতে আমেরিকা রাজি হবে বলে মনে হয় না।

বাকি রইল সন্ত্রাসবাদ। আমেরিকা বিরোধী পাকিস্তানের এই শক্তি ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে দ্বিগুণ উৎসাহে। সন্ত্রাসবাদ দমনে আমেরিকার সাহায্যে এদের পথের কাঁটা, স্বাধীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেয় না ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদে। এই সাহায্য বন্ধ হলে এদের পোয়াবারো। আর কোন বাধা নেই। সামনে শুধুই সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃত ময়দান যেখানে চলবে সন্ত্রাসবাদের অনুশীলন।

অনেক চিন্তাভাবনার পর শেষ পর্যন্ত মার্কিন আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোপন বার্তা আদানপ্রদানের চুক্তি করল ভারত ও আমেরিকা। চুক্তির নাম 'কমকাসা'। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সিতারামন ও মার্কিন বিদেশ সচিব মাইকেল পম্পেয়ো। এরফলে সামরিক খুটিনাটি আদানপ্রদান সহজ হবে দু'দেশের মধ্যে। এই সমঝোতার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় চিনা জাহাজের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য ভারতকে সরবরাহ করবে মার্কিন জাহাজ।

ছবি: পিআইবি

পুরবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রেইনকোট

বরুণ মণ্ডল : ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস হিসাবে সারা দেশে পালিত হয়। দেশবাসীর অনেকের স্মরণে রয়েছে রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতি (১৯৬২–'৬৭) হওয়ার পর থেকে ইউনেসকো স্বীকৃতি দেওয়ার পর সমাজে শিক্ষকদের গুরুত্বকে সসম্মান জানাতে তার জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ) দেশে–বিদেশে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন হয়ে আসছে। ৫৭তম জাতীয় শিক্ষক দিবসে সেই পরম্পরা স্মরণে রেখে গত ৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে কলকাতা পুরসংস্থা আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মহানাগরিক পুরসংস্থা পরিচালিত ২৭৩টি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও ওড়িয়া মাধ্যমের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সম্মান জানিয়ে প্রত্যেক শিক্ষক–শিক্ষিকাকে একটি সুদৃশ্য টেকশই ছাতা এবং চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকদের আরও ছ'মাসের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং পুরবিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের এবারের শিক্ষক দিবসের উপহার স্বরূপ পুর সংস্থার উপহার একটি সুদৃশ্য টেকশই রেইনকোট। মহানাগরিক আরও জানান, মহানাগরিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সর্বপ্রথম পুর সংস্থার পরিচালনায় মহানগরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। বর্তমানে আমাদের সেই পরম্পরা বয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে। শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে জানান আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের হাতে ওই রেইনকোট তুলে দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, তারক সিং, স্বপন সমাদ্দার এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারপার্সন মালা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

শিক্ষক দিবসে অন্য শ্রেণীকক্ষে ওরা

পার্থ ঘোষ ● বারাসাত

অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে পঠন পাঠনে মনোনিবেশ করলেন না ওরা। শিখন বা স্বশিখনে শিশু শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি করা থেকে বিরত রাখলেন নিজেদের। ৫ইসেপ্টেম্বরের শিক্ষক দিবসের দিনটিতে আগামীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে গেলেন জয়দেব, অর্পিতা,সন্দীপন, গৌতমরা। বারাসত পশ্চিম চক্রের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা খাবার দাবার ফলমূল নিয়ে পৌঁছে গেলেন বারাসত জেলা হাসপাতালে। শিশুবিভাগে গিয়ে বর্তমান এই শিক্ষক শিক্ষিকারা ছোট ছোট শিশুদের মায়ের কাছে তুলে দিলেন তাদের জন্য বরাদ্দ খাবার ও পানীয়র নানা উপকরণ।একে একে সকলের বেডের কাছে গিয়ে পরিপাটি করে তুলে দিলেন যৎসামান্য আয়োজন। আবেগ আপ্লুত চিত্তে তা গ্রহণও করলেন তারা। সংগঠনের তরফে দীপিকা বালা বিশ্বাস বলেন, বরাবরই এই দিনটি নানান অনুষ্ঠানে পালন করি। তবু আজকের উদযাপনে হৃদয় ছুঁয়ে যাবার অনুভব হলো। বারাসত হাসপাতালের সুপার ডাক্তার সুব্রত মণ্ডল ও সাধুবাদ জানালেন শিক্ষক সমাজের এই উদ্যোগকে। বারাসত হাসপাতালে ভর্তি প্রায় দেড়শো শিশুদের কাছে পৌঁছতে পেরে স্বভাবতই আনন্দিত এই মাস্টার মশাই দিদিমনিরা । তবে যাদের জন্য এই আয়োজন তাদের বেশির ভাগই যে দেওয়া নেওয়ার সেই শুভক্ষণে জাগতিক সীমার বাইরে কোনো স্বপ্নময় সিলেবাসে মনোনিবেশে ব্যস্ত ছিলেন সে কথা জানাতে ভুললেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা।

প্রশান্ত দুঃস্থ মেধাবীদের জীবন গড়ায় মগ্ন

মলয় সুর ● হুগলি

ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস গোয়ালপাড়াতে একটা আধুনিক ধরনের বাড়ি। বাড়ির ভিতর ঢুকলেই আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেউ ১২, কেউ ১৬ আবার কেউ ১৮। অষ্টম, নবম কেউ মাধ্যমিকে স্থানাধিকারী, কেউ উচ্চ মাধ্যমিক আবার কেউ কলেজের স্নাতক নিয়ে পড়ছে, কেউ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়ছে। ওদের কারও বাবা জুট মিলের কর্মী, কারও বাবা দিন মজুর। কারও বা নেহাতই বেকার বা রোগশয্যায় শয্যাশায়ী। কেউ বা দিন এনে দিন খাওয়ান সন্তানদের। এখানে শিক্ষক দিবসের দিন ওদের খুব আনন্দের দিন। অ্যাঙ্গাস এলাকাটা পুরোপুরি অবাঙালি অঞ্চল। তথাপি ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাসে প্রশান্ত বা বল্টুদার কোচিং ক্লাস বললেই এক ডাকে সকলেই পথ দেখিয়ে দেবে। বল্টুর এই কোচিং ক্লাসে ছেলেমেয়েদের বহুদূর পথ পেরিয়ে শিক্ষক দিবসের দিন ওরা এসেছে অ্যাঙ্গাসে। এখানে টাকা পয়সার ঝনঝনানি নয় সারাক্ষণ বাজতে থাকে আন্তরিকতা আর ভালবাসার বাঁশি। বর্তমানে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী তিনটে শিফটে বল্টুর কোচিংয়ে পড়ছে। আগে ৩৫০ জন পড়তো। প্রায় বলতে গেলে ফ্রি কোচিং সেন্টার। অনেকের অনেক কিছু নেশা থাকে বল্টুর একমাত্র নেশা এই ছাত্রছাত্রী পড়ান। ১৯৭৯ সালে দুঃস্থ মেধাবীদের পড়াশোনার মাধ্যমে জীবন গড়ে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হন। সেই শুরু প্রায় চার দশক হয়ে গেল।নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বহু দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে এগিয়ে দিয়েছেন শিখরের দিকে। এই কোচিং থেকে পড়াশোনা করে বহু ছাত্রছাত্রী দেশবিদেশে আজ সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুলের শিক্ষক, ভারতীয় ফৌজদলে, রেলে এমনকি বিদেশে সাংবাদিকতা কাজে যুক্ত রয়েছেন। শুধু পড়াশোনা নয় তার সঙ্গে চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এই শিক্ষক দিবসের দিন নাটক, কুইজের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সাজসজ্জা সবকিছুতে ছাত্রছাত্রীদের যোগদান দেখলেই সেকথা মালুম হয়। এদিন তাদের বিনা পয়সায় এলাহি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আর প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর ওই মাস্টারমশাইয়ের গাঁটের পয়সায় পিকনিক ও স্পোর্টস থাকে। সেখানে স্পোর্টসের জয়ীদের দামি পুরস্কার দেওয়া হয়। আবার আগস্ট মাসের শেষের দিকে কোচিংয়ের ছেলেদের ক্লাস অনুযায়ী ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। সেখানে ও পুরস্কারের ছড়াছড়ি ব্যবস্থা থাকে। এহেন অবিবাহিত নিরহঙ্কার মানুষটি নিজেই খুঁজে খুঁজে বের করেন বাংলার গ্রামের দারিদ্র্যে কাদের পড়াশোনা বন্ধ হতে বসেছে। একারণে কলকাতা কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ার প্রান্তিক ও ছায়া প্রকাশনী সংস্থা তাকে সংবর্ধিত করতে চাইছেন। কিন্তু বল্টু এ বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেননি। সে দিবারাত্র প্রাইভেট টিউশনে অমানুষিক পরিশ্রমে গড়ে তুলতে চান গরিব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ।

মায়ার বাঁধনে গড়ে ওঠা শিক্ষাঙ্গণ যেন পবিত্র উপাসনালয়

মেহেবুব গাজী ● মথুরাপুর

জীবনের সঞ্চয় দিয়ে সুন্দরবনে হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন। আশি বছরের শিক্ষিকা মায়া মন্ডলের কাছে এই হাসপাতাল এখন ধ্যানজ্ঞান। মায়ার এই হাসপাতালএখন সবার কাছে স্বল্পমূল্যের সেবার দরজা খুলে দিয়েছে। আজকের এই স্বাস্থ্য ব্যবসার যুগে দৃষ্টান্ত।

উত্তরপ্রদেশে এ মায়ার বাবা রাইমোহন মন্ডল ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। দুই বোনের মধ্যে মায়া ছিলেন বড় একসময় বাবা পেশা সুত্রে বেনারস শহরে চলে আসে পুরো মন্ডল পরিবার। মায়ার পড়াশুনা স্থানীয় স্কুলে। সেখানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর স্থানীয় কলেজে ভর্তি হয়। একবছর ক্লাসও হয়। তখন বছর উনিশের মায়াকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে ডায়মন্ড হারবার কালীনগরে নিয়ে আসে মায়ার বাবা। কিন্তু মায়া বেঁকে বসেন। বিয়েতে রাজি নেই বলে জানিয়ে দেওয়ার পর বাবা রাগ করে বেনারস চলে যান। মামা সচ্চিদানন্দ হালদারের কাছে থেকে যান মায়া। সেই সময় উত্তরপ্রদেশে মেয়েদের অবগুন্ঠন হয়ে চলাফেরা করতে হত। এমনকি বাইরে বেরোলে অন্য কোন পুরুষের সাথে কথা বলা যেত না। এইরকম পরিস্থিতিতে ডায়মন্ড হারবারের খোলামেলা পরিবেশ ছেড়ে বেনারস যেতে চাইলেন না। একপ্রকার মামার বাড়ি একেবারে থেকে গেলেন আর বেনারস ফিরলেন না।

সাল ১৯৬১। সংখ্যালঘু ও তপশীলি অধুষ্যিত সুন্দরবন এলাকায় মেয়েরা স্কুলে যেতেন না বললেই চলে। এলাকার এক আত্মীয়ের সূত্রে মায়া মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুরে এলেন। তৎকালীন কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিনারায়ণ নিয়োগী। হরিনারায়ণবাবু মায়াকে স্কুলে পড়ানোর কথা বলেন। সেই বছরই প্রথম মায়া স্কুলে শিক্ষকতা

করার সুযোগ পায়। থেকে গেলেন প্রধান শিক্ষকের বাড়িতেই। কো–এড স্কুল, কিন্তু মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যার পরিমান বেশি ছিল। তাই বিভিন্ন এলাকার গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বোঝাতে লাগলেন। গ্রামের অনেকেই আবার মুখের ওপর না করেই দিলেন। মায়া বুঝতে পারলেন কাজটা খুব কঠিন। তাই ঠিক করলেন স্কুল শেষের পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াবে। মেয়েদের জন্যে আলাদা করে ক্লাস করাবে। তবে মেয়েরা কিছুদিন এলেও আশাও হারিয়ে ফেলছিল। তাই মায়া পড়াশুনার পাশাপাশি মেয়েদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছিল। বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ শিখিয়ে কর্মমুখী করে তুলছিল। কিছুটা সুফল মিলল। এর মধ্যে জুলজির প্রফেসার দাদা প্রভাস মন্ডল মারা যাওয়া মায়াকে নাড়িয়ে দিল।

শিক্ষার পর স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার কথা ভাবল এবারে শিক্ষিকা মায়া মন্ডল। কিনলেন ৬ কাঠা জমি। ১৯৯৮ সালে অবসর নেওয়ার শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পর। এরপর প্রতি রবিবার করে এলাকায় মেয়েদেরকে নিয়ে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসার শিবির চালান। আর সেই সময় থেকে শুরু হয় এলাকায় মেয়েদের নিয়ে পড়ানোর কাজ। ২০০৫ সালে অবসরের টাকা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে প্রভাত মেমোরিয়াল চক্ষু হাসপাতাল তৈরি করে ফেলল। তার কাজে খুশি হয়ে ২০০৯ মথুরাপুরের তকালীন সাংসদ বাসুদেব বর্মন ৭ লক্ষ টাকা দেন হাসপাতালের দোতলা ভবনের জন্যে। এখন সেই হাসপাতাল তিনতলা। ভারতীয় জীবনবিমা কোম্পানি বিনা পয়সা চিকিৎসা করার জন্যে প্রায় ২৫ লক্ষ্য আর্থিক সাহায্য করেছে বেশ কিছু সরাঞ্জাম কেনার জন্যে। এখন ইউ এস জি সহ আরো বেশ কিছু পরীক্ষা মত বিভিন্ন পরিষেবা মেলে খুবই কম পয়সায়। বেশ কিছু চিকিৎসক রোগীও দেখেন। তবে বয়সের রাশ প।ছে তার চেহারা মুখে। সাধারন জীবনযাপনে অভ্যস্ত অধিকারহীন মায়া। ছাপা শা।ি পরতে বেশ ভালোবাসেন। তাঁর এই কাজে সর্বদা সাহায্য করেন কৃষ্ণচন্দ্রপুরের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর নিয়োগী ও চন্দন মাইতি। এলাকার বেশ কিছু যুবক যুবতীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়াও হয়েছে। মায়ার বাঁধনে বাঁধা প।ছে আজ এলাকার সকলেই।

মাঙ্গলিকী

শতাব্দী ভবনে কৃতী সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ২৫ আগস্ট বিকাল ৩টায়, পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয় শতাব্দী ভবনে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

আয়োজক সংস্থা, তারারাণী মজুমদার স্মৃতি শিক্ষা সমিতি হাওড়ার পশ্চিম অঞ্চলের ৪২টি স্কুলের পশ্চিম বাংলা ষষ্ঠ স্থানাধিকারী প্রতিমান দে সহ মোট ১৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার ও স্মৃতি স্মারক তুলে দেন। মণীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান, দীপ প্রজ্জ্বলন এবং সৃজনী সারস্বত কেন্দ্রের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. সুরঞ্জন মিদ্দে।

বিশেষ অতিথির আসনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক (আমতা বিধানসভা) অসিত মিত্র, শিক্ষক সাহিত্যিক রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্ঠান সভাপতি পানিত্রাস হাই স্কুল প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দাস প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজন। শিক্ষার্থী স্মরণিকা নামক একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করা হয়। এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রবীন শিক্ষক জহরলাল সামন্ত, আশিস ব্যানার্জী, মোসারফ হোসেন, নমিতা পাঁজা, সুজয়েন্দ্র ব্যানার্জী, বিথিকা বসু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিমল ঘোষ প্রমুখ গুণীজনদের জানানো হয় শ্রদ্ধার্ঘ সম্মান। ঐকান্তিক সহযোগিতায় ছিলেন শেখ সরাফৎ আলি, ডাঃ মধুসূদন বাগ ও আবৃত্তিকার অংশুমান চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

গদাধর আশ্রমে গিরিশ চর্চা

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলার নাট্য সাহিত্যের জগতে এক স্মরণীয় নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র নানান ধরনের নাটক লিখে গিয়েছেন। তাঁর পুণ্য জীবনকথা নিয়ে গত ৩১ আগস্ট শুক্রবার গদাধর আশ্রমে (৮৬ এ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কোল ২৫) এক আলোচনা সভা বসেছিল। বিষয়ের শিরোনাম : 'কথায় ও গানে গিরিশচন্দ্র'। শিল্পী ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শোনালেন কিছু গান। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল 'কেশব কুরু করুণাদীন', 'দুখিনী ব্রাহ্মনী কোলে', 'এবার আমার উমা এলে', 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই', ' এমা কেমন মা তা কে জানে' প্রভৃতি গানগুলি ভক্ত শ্রোতারা আপ্লুত হলেন এমন বক্তব্যে এবং গানে। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। দর্শক ঠাসা সভাগৃহে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই শুনলেন এমন একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

নজরুল আকাদেমির উদ্যোগে আলিপুরে সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল আলিপুরে। যার ব্যবস্থাপনায় ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। জেলার দূরবর্তী ব্লক সহ কলকাতার শহরতলির প্রতিযোগীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিযোগিতার শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও দূর–দূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এসেছেন। অনেক প্রতিভার অন্বেষণ হল। আগামী দিনে সফল প্রতিযোগীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া হবে।

উত্তমকুমার স্মরণে সঙ্গীত সন্ধ্যা

মলয় সুর : রবিকণা আয়োজিত সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠান কলকাতা শিশিরমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। রবিবার (২৬ আগস্ট) বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে একক কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শুক্লা ঘোষ, বাঙালির কিংবদন্তী নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে বিভিন্ন অভিনেত্রীর অভিনীত ছায়াছবির রোম্যান্টিক গানগুলি শিল্পীর পরিবেশনই অত্যন্ত মনোগ্রাহী। সঙ্গীতানুষ্ঠানের শুরুতে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ছায়াছবির টুকরো টুকরো সিকোয়েন্সগুলি তুলে ধরেন। এরপরই শিল্পী শুক্লা ঘোষ গানগুলি পরিবেশন করেন। পেশায় শিল্পী শুক্লা ঘন্যান ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। দীর্ঘদিন তিনি গানের জগতে রয়েছেন। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'মাধবীবিতানে'। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ও সঙ্গীতায়োজনে সিতাংশু মজুমদারের উপস্থাপনা সত্যিই অনবদ্য। শিল্পী শুক্লার কণ্ঠে 'ছদ্মবেশী' ছায়াছবির 'আরো দূরে চলে যাই', 'আমার দিন কাটে না'। এরপর অদ্বিতীয়া ছায়াছবির 'চঞ্চল ময়ূরী এরাত', 'আজ মন চেয়েছে'। অগ্নীশ্বর ছায়াছবির' 'আগুনের পরশমণি', শঙ্খবেলা ছবির 'আজি যারে মারো মুখর বাদল দিনে'। এরই পাশাপাশি শিল্পী স্বরাজ ঘোষ অজস্র কালজয়ী গানের মধ্যে কয়েকখানি ডুয়েট মনে রাখার মতো গান গেয়ে হিল্লোল সৃষ্টি করেন। সেই অতীতের উত্তমের অ্যালবামে যৌথ গানগুলি মুগ্ধ করল দর্শকমণ্ডলীকে। শিল্পী স্বরাজের নিবেদন ছিল অজানা শপথ ছায়াছবির 'নতুন নতুন রঙ্গ ধরেছে ছদ্মবেশী সিনেমার 'আমি কোন পথে যে চলি' অদ্বিতীয়া ফিল্মে যাওয়ার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে'। এদিন শিল্পী সনির্বাচিত ১৪টি গান গাইলেন। শিল্পী শুক্লার মর্মস্পর্শী কণ্ঠে নিবেদন গানগুলি প্রেক্ষাগৃহে সুন্দর আবহ সৃষ্টি করে। এছাড়া সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ছবির গানগুলি দর্শকের মন ছুয়ে যায়। সেদিনের অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বসু ও সীতাংশু মজুমদারকে। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠ সঞ্চালনায় ছিলেন আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ঘোষক দেবাশিস বসু। এমন সুন্দর একটি রূচিশীল মার্চিত অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মনে বহুদিন থাকবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মা সারদামণিকে নিয়ে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরমা প্রকৃতি সারদামণির পুণ্যজীবন কথা নিয়ে গত ৩০ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা বসেছিল বিবেকানন্দ সোসাইটিতে। বিষয়ের শিরোনাম : 'কথায় ও গানে সারদামণি'। শিল্পী ছিলেন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি মা সারদার আবির্ভাব থেকে শুরু করে তীরোধান পর্যন্ত জীবন কথার বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে তুলে ধরলেন অবলীলাক্রমে। সেখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই এলো শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সকলের কথা। বক্তব্যের শেষে তিনি শোনালেন কয়েকটি গান। যার মধ্যে ছিল 'বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষী এলো', 'একবার বিরাজ গো মা', 'মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই', 'বেলুড় মঠের ওই যে ঠাকুর' প্রভৃতি গানগুলি। বক্তব্যের প্রামজ্জ্বলতায় ও সুরেলা কণ্ঠের আকর্ষণে শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন নবীন ভট্টাচার্য।

আগামীর ডাকে নব উদ্যমে ওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা নেটওয়ার্ক ফর পিপল লিভিং উইথ এইচ আই ভি/এইডস এই সংগঠনের এর উদ্যোগে বারাসত রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত হলো সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এইচআইভি বা এইডস আক্রান্তরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নাচে গানে জমজমাট এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে এইচআইভি বা এইডস অচ্ছুত নয়, সে বার্তা দেবার চেষ্টা করেন তারা। এর আগে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় হাজার মানুষের একটি শোভাযাত্রা বারাসতের রাজপথ অতিক্রম করে। মানুষের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে সে বিষয়ে অবগত করার চেষ্টা করেন তারা। উল্লেখযোগ্য ভাবে সেই এই শোভাযাত্রায় প্রায় দেড়শো থেকে দুশো জন এইচআইভি আক্রান্ত শিশু অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জিমুত সংগীত পরিবেশন করেন।

এখানে আগত সকল মানুষের চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের উপর ভর করে বাস্তব সমস্যার সমাধানের পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে চাইলো মানসী ও তানিশার। আগামী দিন গুলি কঠিন দিন হলেও তার মুখোমুখি হতে চায় সুভাঙ্গন বা দীপ্তেন্দুরা। যারা ইতিমধ্যেই এই রোগের সাথে লড়ে চলেছে।আগামী দিনে জনসচেতনতা মূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে চায় উদ্যোক্তা থেকে এই অনুষ্ঠানে আগত

সাধারণ মানুষ।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে ইন্দ্রজিত পোদ্দার বলেন, আগামী দিনে এই রোগে আক্রান্ত সকল সম্ভাব্য মায়েদের নবজাতকদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করবে এই সংগঠন। আগামীর জন্য উচ্চাশা নিয়ে ঘরে ফিরলো সাহসী সকল রোগ বিরোধী যুদ্ধবাজরা।

নস্করপুর নওয়াপাড়ায় জন্মাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও পালিত হল মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ মর্তে আবির্ভাব হন দুষ্টের নাশ করে ভক্তির বা প্রেমার প্রচার করতে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের দেবতাও বলা হয়। যেহেতু তিনি অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন তাই এই দিনটি আবার জন্মাষ্টমী রূপে পালন করা হয়। এই দিনে মন্দিরে মন্দিরে যেমন তার বিশেষ পূজাপাঠ হয় তেমনি তার পছন্দের খাদ্য পুজোয় উৎসর্গ করা হয়। বাড়ি বাড়ি চলে তাদের আরাধ্য দেবতার পুজোর আয়োজন।

তেমনি হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারোয়ারি কমিটির পরিচালনায় নস্করপুর হরিসভা তলায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ছিল বিশেষ পুজোপাঠের

আয়োজন। প্রতিদিন এখানে প্রভাতি নাম সংকীর্তন হয়। এদিন বিশেষ প্রভাতি নাম সংকীর্তন–এ বহু ভক্ত সমাগম হয়। সন্ধ্যায় ছিল বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন। ভক্তরা বহুদূর থেকে পুজো দিতে ভিড় করে। ধুপ ধুনা বাতির আলোয় মন্দির আলোকিত করে তোলে ভক্তরা। ভগবানের প্রতি ভক্তের নিবিড় টানেই এদিন মন্দিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ আগস্ট বাঁশদ্রোণী তরুণ তীর্থ সংগঠন শাশ্বত গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ সভার আয়োজন করে গীতিকারের বাস ভবনে। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন রুণু মল্লিক ও তমালী ব্যানার্জী। এদিন ছিল শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস। আসরে রাখা ছিল তাঁর প্রতিকৃতি। সকলে তাতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গীতিকারের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গীতিকারের অনুজ ভ্রাতা বরিষ্ঠ কবি দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই শাশ্বত গান 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' গানটির সমবেত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এরপর আসরে আমন্ত্রিত গুণীজন তথা রাজ বন্দোপাধ্যায়, অনুতোষ বসু, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, সুকুমার ভট্টাচার্য্য, রণধীর দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী ও স্বয়ং সঞ্চালক দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করেন শাশ্বত গীতিকারের। কবিতা পাঠ করেন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, ডালিয়া ব্যানার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সংযোজন : সম্প্রতি আমাদের পত্রিকায় কিশোর কুমারের উপরে একটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ওই নিবন্ধে কিশোর কুমারের আলোক চিত্রের সাথে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক চিত্রও মুদ্রিত হয়। এই নিবন্ধে কিশোর কুমারের সাথে গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় বাংলা আধুনিক গানের ইতিহাসে 'শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়–কিশোর কুমার' নাম দু'টি একসাথে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মতন!

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির চতুর্থ সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত তিনটি মাসের সাফল্যের পর এমাসেও গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির প্রধান কার্যালয়ে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল গত ১ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকালে একঝাঁক তরুণ ও শিশু কবি আর গল্পকারের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক অনুপম দত্ত, পলি দাস ও গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার দীপক কুমার দাঁ। সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামমোহন দত্ত।

প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শম্ভুনাথ দাস তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশু কবি জয়শ্রী দাস, প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে গিটার বাজিয়ে শোনান কিশোর শিল্পী সৌম্যদীপ ঘোষ। অনুগল্প পাঠ করে শোনান উত্তম বিশ্বাস, যিনি তাঁর গল্পের জন্য রাজা রামমোহন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও সর্বশ্রী শ্যামপ্রসাদ দাস, নবকুমার বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল হাজরা, মিতালী দেবনাথ, স্বপন বালা, তপন বিশ্বাস, হরষিত রায়, গোপাল দাস, অদৃকা অধিকারী, স্বপন হালদার, দীপক ঘোষ, শিল্পী ঘোষ, অসিত পাণ্ডে, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর আচার্য্য, দেবেশ সরকার, অশ্রুকণা অধিকারী স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠ করেন।

'এসো হাত ধরি' প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে এদিন অনুষ্ঠানে সাতজন অসহায়, অসুস্থ বৃদ্ধ–বৃদ্ধাকে খাদ্যসামগ্রী ও ২৪ জন দরিদ্র–মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে মাসিক অনুদান প্রদান করেন।

সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ঘোষণা করেন যে, সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণকারী সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে সমিতির সাহিত্য পত্রিকা অতিশীঘ্রই প্রকাশিত হবে। সঞ্চালক রামমোহন দত্ত পত্রিকার জন্য লেখাগুলি তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন।

সভাপতি ঋতুপর্ণ বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

জয়হিন্দ বাহিনীর শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে এবং বজবজ–১ ও ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় গত ৫ সেপ্টেম্বর বিবিআইটি ক্যাম্পাসে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাঝেরহাট সেতু বিপর্যয়ে নিহত মানুষদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। তারপর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক অশোক দেব। জয়হিন্দ বাহিনীর জেলা সভাপতি পল্লবকান্তি ঘোষ বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিক্ষকদের সংবর্ধনা দিতে পেরে আমরা গর্বিত। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, ৪০০ জন শিক্ষককে আমরা সংবর্ধনা দিলাম। আগামী দিনে এলাকায় শিক্ষা–সংস্কৃতি–ক্রীড়া ও উন্নয়নে আমরা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাদর্শে কাজ করতে চাই। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শক্তি মণ্ডল, জগন্নাথ গুপ্তা (বিবিআইটি–র কর্ণধার) , নিত্যানন্দ বর্মণ, স্বপন রায়, বুচান ব্যানার্জী, শেখ বাপী, দীপক ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গ।

বীরভূমে শিক্ষক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই চক্রের উদ্যোগে মুরারই চক্র অফিসে মহাসমারোহে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হল । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আব্দুর রহমান । উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহিনীমোহন কুণ্ডু । ৫৭ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে মানপত্র সহ সম্মাননা প্রদান করা হয় । অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রফিক,জয়দেব দাস সহ আরো অনেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নলিনীমোহন দত্ত । রাতের অন্ধকারে ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় শিক্ষক দিবস পালিত হলো রাজগ্রাম আল ইকরা অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ে । সম্পাদক আফতাব আহাম্মেদ,সভাপতি আলহাজ ফজলুল হক,রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ব্রজগোপাল ঘোষ,শিক্ষক কুদ্দুস আলি, শিক্ষক সামায়ন খান সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন । রাজগ্রাম মহামায়া

উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শিক্ষকদের বরণ করে নেয় । গান,আবৃত্তি,নাটক দিয়ে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান । প্রধান শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী সহ অন্যান্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন । সব মিলিয়ে বলতে গেলে, বুধবার ৫ই সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলাজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হলো শিক্ষক দিবস।

উত্তরপাড়ায় শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উত্তরপাড়া চক্র হুগলি জেলার হিন্দমোটরে ভূপেন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে পালন করল শিক্ষক দিবস। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণনের জন্মদিনে উদযাপিত এই শিক্ষক দিবসে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া – কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, কানাইপুরের

পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছালাল যাদব, উত্তরপাড়া – শ্রীরামপুর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি বিজন মণ্ডল প্রমুখ। পুরপ্রধান দিলীপ যাদব ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে দিলীপবাবু একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন। প্রায় ৭৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২২৫ জন শিক্ষক – শিক্ষিকা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজরিত জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠ পরিচালনায় ও শিখা মুখার্জীর সঞ্চালনায় ভগবান শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণের' জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভ 'জন্মাষ্টমী' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুবক্তা ও সরোদ বাদক ডক্টর (অধ্যাপক) ভূপেন্দ্রনাথ শীল। ভূপেন বাবুর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ ব্রত ব্যানার্জী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কল্যাণ ব্যানার্জী, জলি মিত্র, সোমনাথ মুখার্জী, সীমা মুখার্জী, সায়নী মুখার্জী, স্বাগতা জয়সোয়াল প্রমুখ। শেষে অগণিত ভক্তবৃন্দকে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

শরৎ সমিতির সমরেশ বসু চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ আগস্ট শুক্রবার শরৎ চন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কল–২৯) সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে এক আলোচনা সভা বসেছিল। বিষয়:– 'সমরেশ বসুর সাহিত্যের চিত্ররূপ'। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, চলচ্চিত্রাভিনেতা ও সিনেমা বিশেষজ্ঞ ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তা সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে নির্মিত কুহক, গঙ্গা, বিভাস, বাঘিনী, তিন ভুবনের পারে, বিকালে ভোরের ফুল, মৌচাক প্রভৃতি বিভিন্ন ছবির প্রসঙ্গ সাবলীল ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যে। বক্তা যেহেতু সুগায়ক তাই বেশ কয়েকটি গান শোনালেন সমরেশ বসুর সাহিত্যের চিত্ররূপ থেকেই। সেই তালিকায় ছিল, 'কি গাবো আমি' (বিকালে ভোরের ফুল), 'হয়তো তোমারি জন্য' (তিন ভুবনের পারে), 'ও কোকিলা তোরে শুধাইরে' (বাঘিনী), 'আমায় ডুবাইলি রে' (গঙ্গা), 'এতদিন পরে তুমি' (বিভাস) প্রভৃতি জনপ্রিয় গানগুলি। শিল্পীর বলার ও গাওয়ার গুণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ইউরো-কোপার বৃত্তের বাইরে সাবালক ফুটবল

রূপম জানা : কোপা আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকান ফুটবলের প্রতি ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের আগ্রহ বহু পুরনো। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল স্কিলে মেতে উঠতে দেখা যায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে। যথারীতি ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার আলাদা এক জায়গা রয়েছে বহুদিন থেকেই। সেদিক থেকে ইউরোপিয়ান ফুটবলের রাফ অ্যান্ড টাফ গেম বা পাওয়ার প্লে তুলনামূলকভাবে কম আকর্ষণ করত কলকাতাবাসীকে। যদিও জার্মানির একটা বড় সমর্থক বেস এখানে বরাবরই থেকে গিয়েছে। তাও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার তুলনায় তা বেশ কিছুটা কম। এবছর বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর ইউরোপের আরও এক দল নীল জার্সিধারী ফ্রান্স নতুন করে ভালবাসার মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। স্ক্যান্ডেভিয়ান দেশ ক্রোয়েশিয়াও এই নকশায় সামিল হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। রানার্স হয়েও জয়ীর আসন নিয়েছে ফুটবল ভক্তদের হৃদয়ে। সেটা পাকাপোক্ত হবে না ৪ বছর উবে যাবে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। আসলে ধারাবাহিকতার অভাবের জন্য এমন অনেক দেশ সামনে এসেও বারংবার পিছিয়ে গিয়েছে।

শুধু কোপার কথা বললে পাঠক কী আর খুশি হবেন। তাই পুরোদমে

বলতে ইউরোপিয়ান কাপের কথাও বলতে হবে। এতে আবার বিগ বস নিঃসন্দেহে জার্মানি। সেই জার্মানির সঙ্গে পাল্লা দিতে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি শক্তিধর দেশ রয়েছে। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে ফুটবল বিশ্বে দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউরোপভুক্ত দেশগুলি। তাও কলকাতা বা বিশ্বের বহু ফুটবল পাগল সমর্থকদের দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয় নয় কোপা কাপে চোখ রাখতে। এটাই বোধহয় লাতিন আমেরিকার ঘরানা, যার সঙ্গে অনেকটাই সহজাত কলকাতা। সাংস্কৃতিক এবং অবশ্যই খেলাধুলার ঘরানায় নিজেদের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার মিল খুঁজে পায় বঙ্গবাসী।

তাই ইউরোপিয়ান কোনও হিরো নয়, সেই পেলে নয়, মারাদোনাকে নিয়েই আবর্তিত হয় বাংলার ফুটবল। লাতিন ঘরানার স্কিল ফুটবল হারিয়ে দেয় ইউরোপের পাওয়ার ফুটবলকে। অন্তত ভারতীয়দের বা বঙ্গবাসীর মননের ভিত্তিতে। এখন দেখার যত পর্ব এগোবে নাটকীয় উপাদান কতটা বৃদ্ধি পায়।

কোপার আবেশ ছেড়ে বাঙালি ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ে কতটা মজে ওঠে সেটাও দেখার। হালফিলে এই ধরনের আবেগ ফের আমরা দেখেছি রাশিয়া বিশ্বকাপের মধ্যে দিয়ে। সেখানেও মেসি-নেইমারকে নিয়ে হুল্লোড় মাচিয়েছে ফুটবলপ্রেমী বাঙালি। তবে শেষবেলায় বিশ্বকাপ যখন ক্লাইম্যাক্সে চলে এসেছে তখন আবার কৃষ্ণকায় ফরাসী তারকা এমব্যাপেকে নিয়ে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে তামাম ফুটবল বিশ্বকে। এটাই নিয়ম বোধহয় বিবর্তনের। যার ধারা মেনে চলতে গিয়ে লাতিন আমেরিকা-ইউরোপ গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘেঁটে যাচ্ছে আফ্রিকা ও এশিয়া ফুটবলের নকশাও।

গতবারের ইউরো কাপে সেভাবে খাপ খুলতে না পারলেও হঠাৎ করেই সেমিফাইনালে ওয়েলস বধে দেখা গিয়েছিল রোনাল্ডোর ঝলকানি। ফাইনালে উদ্যোক্তা ফ্রান্সকে হারাতে অবশ্য রোনাল্ডোর সার্ভিস সেভাবে পায় নি পর্তুগাল। ফরাসিদের কড়া ট্যাকলের সামনে পায়ে চোট পেয়ে প্রথমার্ধেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল এই পর্তুগিজ নম্বর সেভেনকে। তখন সবাই হয়তো ভাবছিলেন যে পর্তুগালের সব আশা শেষ। বাস্তবে দেখা গেল ঠিক উলটো চিত্র। সেরা তারকা মাঠের বাইরে যাওয়ার পর আরও যেন তেড়েফুঁড়ে খেলতে লাগল পর্তুগাল। আর এতক্ষণ যাদের হাতে ম্যাচের কবজা ছিল সেই ফ্রান্স ছিটকে গেল ম্যাচ থেকে। বড় টুর্নামেন্টে সাফল্যের নিরিখে পর্তুগিজ এবং ফরাসিদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না আগে। এই দুটি দেশকেই বড় ম্যাচের ঘোড়া ধরা হয়নি কোনওদিন। সেটা এখন অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বিশেষ করে ঘরের মাঠে ১৯৯৮ তে বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসীরা এবার বিদেশের মাটি থেকে জিতে এনেছেন বিশ্বের সেরা শিরোপা। পর্তুগাল তো বিশ্বকাপ দূরে থাক, ইউরোও ঘরে তুলতে পারেনি কোনওদিন। প্রবাদপ্রতীম ইউসোবিওর আমল থেকে এই ব্যর্থতার টিকা মাথায় পরে আসছে পর্তুগাল। সেই দল কিনা গতবার ইউরো চ্যাম্পিয়ন। আর এটাই বোধহয় ইউরোপিয়ান ফুটবলের ধারা। যার চালচিত্রে আজকের হিরো কাল জিরো হতেও সময় নিচ্ছে না। আবার শূন্য থেকে সেরার তকমা পাওয়ার ঘটনাও ঘটছে একাধিক।

সেজন্যই হয়তো বলা হয় মেসির চ্যাম্পিয়ন্স লাক নেই। রোনাল্ডোর আছে। সেই রোনাল্ডো যে কিনা চোট পেয়ে মাঠের বাইরে গেলেও শেষপর্যন্ত ইউরো জয়ী দলের সদস্য হলেন। অথচ এই রোনাল্ডো তার কেরিয়ারের প্রথম দিকে ইউরো ফাইনাল খেললেও পর্তুগাল কাপ পায়নি। কেরিয়ারের শেষ লগ্নে ইউরো জয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারলেন তিনি। যদিও এবার বিশ্বকাপে ভালো শুরু করেও রোনাল্ডো তথা পতুর্গালকে ফের আস্বাদন করতে হয়েছে ব্যর্থতার স্বাদ। অন্যদিকে মেসি হয়তো চিরকালের জন্যই দুর্ভাগ্যের ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন।

ডায়মন্ডের লড়াইকে মনে করাল ডার্বি

অরিঞ্জয় মিত্র

বেশ কিছুদিন পর একটা দুর্ধর্ষ মানের ফুটবল ম্যাচ প্রত্যক্ষ করল তিলোত্তমা কলকাতা। তাও আবার কলকাতা ডার্বি বলে কথা। ১৯৯৭ এর ডায়মন্ড খ্যাত ডার্বির পর এতটা উত্তেজনা কোনও বড় ম্যাচে, তাও বেশ নতুন ঠাউরালো কলকাতা। বিশেষ করে নবীন প্রজন্ম তো যাকে বলে একেবারে ফিদা। কিন্তু দিনের শেষে ২-২ ড্র কেমন যেন বেখাপ্পা করে তুলল দুদলের আগুয়ান সমর্থকদের। আসলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুটো দলই দুই অর্ধে যে দুরন্ত ফুটবল মেলে ধরল তাতে যে কেউ এই ম্যাচ জিতে নিতে পারত। প্রথমে যেমন মোহনবাগানের কথা বলতে হবে। যে গতিতে খেলা শুরু করেছিল বাগান ব্রিগেড আর যেভাবে ২-০ এগিয়ে তুবড়ি ফোটাতে আরম্ভ করেছিল সবুজ-মেরুন তাতে অন্য কিছু ভাবাই যাচ্ছিল না।

এমনকি তখন যেভাবে মোহনবাগান আক্রমণ গড়ে তুলেছিল তাতে মনে হচ্ছিল ১৯৭৫-এ র ০-৫ হারের জ্বালা আজ মেটাতে পারবে বাগান। কিন্তু বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছিল

শঙ্করলাল চক্রবর্তীর দলকে। জঙ্গলমহলের লড়াকু পিন্টু দেবনাথ ও হেনরির জোড়া গোলের পরেও দলের তারকা স্ট্রাইকার ডিপান্ডা ডিকা যেভাবে 'লাটসাহেবের ছেলে'র মতো দুটো সহজ সুযোগ হেলায় হারান তা আরও পিছিয়ে দেয় বাগান ব্রিগেডকে। তবে খেলার মোড় ঘোরে প্রথমার্ধের একদম শেষ লগ্নে জটলা থেকে লাল-হলুদ কোস্টারিকান বিশ্বকাপার জনি অ্যাকোস্টার বুকে লেগে মোহন জালে জড়িয়ে যায় বল তা থেকে কার্যত সম্বিত ফেরে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। বস্তুত, এই গোলটির জন্য জনি অ্যাকোস্টার যত না কৃতিত্ব তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যর্থতা বাগান অধিনায়ক তথা গোলকিপার শিল্টন পালের। এই ভুলের মাশুল দিতে পারাই দায়। তাও আবার দল ২-০ এগিয়ে থাকার সময়। যদিও পরে শিল্টন বিপক্ষের গোলমুখী অ্যাটাক রুখে তাও নিজের ও দলের মান বাঁচান। এতে অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ, মোহন কোচের আরও একটি বড় ট্যাকটিক্যাল ভুল বাগানের চাপ আরও শতগুণ বাড়িয়ে তোলে। পরিবর্ত হিসাবে অবসরের পথে হাঁটা মেহতাব হোসেনকে নামানো যে বিরাট ভুল তা পদে পদে বুঝিয়ে থাকে ইস্টবেঙ্গল।

ওই সময় ২-১ এগিয়ে থাকা মোহনবাগানের দরকার ছিল অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট পলিসি নীতি নিয়ে আক্রমণভাগকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। আর এই কাজে কোচের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারতেন গত কয়েকটি ডার্বির হিরো উদীয়মান আজহারউদ্দিন মল্লিক। অথচ সেই টগবগে ছেলেটিকে না নামিয়ে বাগান কোচ কিনা নামিয়ে দিলেন অবসরের দোরগোড়ায় চলে আসা মেহতাব হোসেনকে। এমনকি দ্বিতীয় গোলকিপার শঙ্কর (যিনি গত কয়েকটি ম্যাচে যথেষ্ট বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন) তাঁকে না নামিয়ে বড় ম্যাচে শিল্টনকে নামানোও কোচের বড় ট্যাকটিক্যাল ভুল। শেষ ১৩ মিনিটের জন্য আজহারউদ্দিনকে নামালেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। দুই বুড়ো ঘোড়া মেহতাব ও শিল্টনই মোহনবাগানের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল তা শুধু আম বাগান সমর্থক নয়, বিশেষজ্ঞদের ময়না তদন্তে উঠে আসছে।

জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার আপশোস তাই কিছুতেই যাচ্ছে না মোহন সমর্থকদের। অন্যদিকে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ নিজেদের পকেটে পুরে নেওয়ার পর একটা সময় ইস্টবেঙ্গল জেতার মতো জায়গাতেও চলে গিয়েছিল। দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠা আল আমনা তখনন লাল-হলুদের হাজার ওয়াটের আলো ছড়াচ্ছেন। কিন্তু তাও না জিতে বাড়ি ফেরায় মনোকষ্ট থেকেই যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। কেউ তো সাফ বলছেন, দুটো দল নিজেদের মধ্যে গড়াপেটা করেছে। তাই এই ফল। যদিও সমর্থকদের ক্ষোভের এই কথাকে আমল না দিয়েও বলতে হয় এই ডার্বিতে একটা ফলাফল আশা করেছিল প্রত্যেকেই। শেষপর্যন্ত অবশ্য পিয়ারলেসের কাছে ১-২ হেরে মোহনবাগানের হাতে লিগটা প্রায় তুলেই দিল ইস্টবেঙ্গল।

গুসকরায় চ্যাম্পিয়ন তালা বৈদ্যপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭২ তম স্বাধীনতা দিবসের দিন আমরা সবুজ ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বর্ধমান গুসকরা কলেজ স্টেডিয়াম মাঠে একদিনের নক আউট বিরাট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট আটদলীয় আমন্ত্রণমূলক খোলাগুলি সারাদিন ধরে চলে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই টুর্নামেন্টে কমিটি ড্রোন ব্যবহার করেন।

এই উপভোগ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে মাঠের চারিদিকে মেলা বসে। এদিন টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তালা বৈদ্যপুর আদিবাসী তিলনা মাজি ও এসপি একাদশ বীরভূম। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দলই গোল করতে না পারায়। টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথের মাধ্যমে তালা বৈদ্যপুর আদিবাসী তিলকা মাজি ৪-৩ গোলে এসপি একাদশ বীরভূমকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলার শেষে বিজয়ী দল তালা বৈদ্যপুরকে সুদৃশ্য শহিদ স্মৃতি কাপ ও নগদ ১ লাখ টাকা দেওয়া হয়। অপরদিকে এসপি একাদশ রানার্স গোপাল মান্ডি ট্রফি সহ ৭০ হাজার টাকা পায়।

খেলায় নিখুঁত ধারাভাষ্য দেন কলকাতা গড়ের মাঠের মিহির দাস ও সুব্রত শ্যাম, খেলায় ম্যান অব দি ম্যাচ হন তালা বৈদ্যপুর ক্লাবের বিধান সোরেন। ঝাঁ চকচকে ফাইনালে মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবি, আউশগ্রামের বিধায়ক অভোদানন্দ থান্দার, গুসকরা পুরসভার পুর প্রধান তথা ফুটবল কমিটির সভাপতি বুর্দ্ধেন্দু রায়, কাউন্সিলর নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও এই ফুটবল উৎসবকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করতে যাদের প্রয়াস অতুলনীয় তারা হলেন চেয়ারম্যানের স্ত্রী শঙ্করী রায়, সৌমেন দাস (নন্তু), বিনয় রায়, বাদল রায় প্রমুখ।

সারা মাঠে উপচে পড়া দর্শকদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক মহিলাদের সংগঠিত ভাবে দেখা গেল তা প্রশংসাযোগ্য। অন্যদিকে এই মঞ্চে আলিপুর বার্তা পত্রিকার তরফে পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায়, নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় রায় ও সৌমেন দাসকে সংবর্দ্ধিত করে পত্রিকার ফটোগ্রাফার জগন্নাথ চল।

ফুটবল বিতরণ

'ভোরাই'-র পক্ষ থেকে সদ্য বিদ্যালয়মুখী হওয়া বীরভূম জেলার পাচাঞ্চমী শিল্পাঞ্চল এলাকার চার সদস্যের হাতে রবিবার শিক্ষার সামগ্রী এবং ফুটবল তুলে দেওয়া হয়।

আসছে...
থাকছে-
গল্প • কবিতা • উপন্যাস • খেলা • সাক্ষাৎকার • রম্যরচনা • প্রবন্ধ

ক্রীড়া আঙিনায় 'কুখ্যাত' তাসকে শিরোপা দুই বাঙালির

অভিমন্যু দাস

সাহেব-বিবি-গোলাম-টেক্কা নিয়ে পাড়ার মোড় বা ভিড় ট্রেনের কামরায় অফিস ফেরত বা যাওয়ার সময় লড়াই করা মানুষগুলোর প্রতি আর কেউ তির্যক ভাবে দেখবে না। বা তাসুরে বলে কটু মন্তব্য করবে না। কারণ তাস খেলেও যে এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জেতা যায় তা প্রমাণ করে দিলেন দুই বঙ্গজ প্রৌঢ় প্রণব বর্ধন ও শিবনাথ দে সরকার। সদ্য শেষ হওয়া জাকার্তা এশিয়ান গেমস থেকে এই দুই ব্যক্তির সৌভাগ্যে ভারতের সোনার পদকের সংস্থা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারই প্রথম এশিয়াডে তাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর প্রথম বছরের

পুরুষদের ব্রিজ পেয়ার ইভেন্ট ৩৮৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রণব-শিবনাথ দীর্ঘ দিনের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু চিন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, হংকং-এর খেলোয়াড়দের পরাজিত করে সাফল্য অর্জন করেন।

প্রণব বর্ধন যাদবপুর -সন্তোষপুর লেকের রাসমণি বাগানের বাসিন্দা। আর শিবনাথ দে সরকার থাকেন হাওড়া শিবপুরে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে একসঙ্গে খেলে চলেছেন প্রণব-শিবনাথ জুটি। তাই তাদের মধ্যে একটা আলাদা বন্ডিং তৈরি হয়ে গিয়েছে। যা তাদের এই সাফল্যের পিছনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। প্রণব বর্ধনের বয়স ৬০ বছর। আর শিবনাথ তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট। ৬০ বছর বয়সে এশিয়াডে সোনা জিতে একটি রেকর্ড তৈরি করেছেন প্রণব বর্ধন। বলা যেতে পারে আগামী প্রজন্মের কাছে একটি নতুন দিগন্তের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকলেন এই দুই বাঙালি। নিজের জয় প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'নিজেদের প্রতি একটা আস্থা ছিল। আর লড়াকু মানসিকতাই আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রতিপক্ষকে কখনও ভয় পাইনি। মনের মধ্যে একটা অসম্ভব জেদ ছিল। সেই জেদই আমাদের সফলতার রাস্তাকে আরও প্রশস্ত করে দেয়। সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলার চেষ্টা করেছিলাম। তাস খেলাকে আর কেউ অবহেলার চোখে দেখবে না। বরং বলবো এটা আগামী প্রজন্মের সামনে নতুন একটা পথের দরজা খুলে দিয়েছি। যে পথ দিয়েছে। যে পথ দিয়ে একটু চেষ্টা করলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যাবে। সাধারণ মানুষ আজ বুঝতে পারছে তাস খেলা কোনও সর্বনাশা নেশা নয়। কর্ম জীবনের এক নতুন পথ। একটু প্রশিক্ষণ নিয়ে খেলতে পারলেই আছে প্রচুর স্পনসরের হাতছানি। রয়েছে রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকরির সুযোগ।'

রবিবার গভীর রাতে এশিয়াড থেকে নিজ ঘরে ফিরে বিপুল সংবর্ধনার স্রোতে ভেসে চলেছেন প্রণব-শিবনাথ। মঙ্গল-বুধবার তাদের দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর সম্বর্ধনা প্রণবকে আপ্লুত করে দেয়। ৬০ বছর বয়সে এশিয়াডে দেশের জন্য সোনা জেতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়ে বলেন, আগামী অলিম্পিকেও দেশকে সোনা এনে দিতে হবে। একইভাবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠোরের সম্বর্ধনায় আপ্লুত হয়ে যান প্রণব বর্ধন। তাদের সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৬০ বছর বয়সে এশিয়াডে সোনা জিতে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন প্রণব বর্ধন। তাস খেলা যে নিছক বয়স্কদের বা অন্যদের বিনোদনের খেলা নয় এটা বার বার বোঝাতে চাইছেন প্রণব বাবু। সিঙ্গাপুরের ২০ বছর বয়সের ছেলে তাদের এশিয়াডে প্রতিপক্ষ ছিলেন। যদিও তাদের তাস খেলার ধরন আর সাধারণ পাড়ার মোড়ে ব্রিজ খেলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রণব-শিবনাথরা যে তাস খেলেন সেটি কোনও হাতের তাস খেলা নয়। খেলতে হয় কম্পিউটারে। একটি বিশেষ অনলাইনে। যার নাম 'ব্রিজ বেস' অনলাইন। প্রতিদিন নিয়মিত সেই অনলাইন ৬-৭ ঘন্টা অনুশীলন করতে হয়। খেলা চলাকালীন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা যায় না। অন্যের চাল বুঝতে হয়। সঙ্গী কি ভাবছে সেটা বুঝতে হয়। ভাগ্যের কোনও ব্যাপার নেই। পারস্পরিক বোঝাপড়াটাই হল আসল কথা। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে প্রণব-শিবনাথ জুটি একসঙ্গে খেলছেন বলে তারা একে অন্যকে খুব ভাল বোঝেন। তাই একটি চালের পর অপর চালটি কি আসতে পারে বা হাতে তাস আছে সেটা খুব সহজেই অনুমান করতে পারেন তারা। ২০০০ সাল থেকে তারা একসঙ্গে খেলা শুরু করেন। ২০০২ সালে তাঁদের দুজনের মনট্রিয়লে বিশ্বকাপে ব্রিজের পেয়ার্স ইভেন্টে তারা সোনা জেতেন। এর দু বছর পর আটলান্টায় সাফল্য। তারপর একে একে চিন কোরিয়া সহ সর্বত্র সাফল্য আসতে থাকে। জাকার্তা এশিয়াডের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিকস্তরে খেলার মধ্যে দিয়ে প্রস্তুতি চলে। সব ক্ষেত্রেই তারা সফল হয়েছেন, এশিয়াডে জয় তাদের সেই সফলতাকে আরোও প্রশস্ত করে দেয়।

এশিয়াড জয়ের মুহূর্তে তাদের মনের অবস্থা কি রকম ছিল প্রসঙ্গে প্রণব বাবু জানান, প্রথম থেকেই একটা ভাল ফলের মধ্যে দিয়ে আসার ফলে একটা প্রত্যাশা মনের মধ্যে ছিল। ফাইনাল জেতার পর বুঝতে পেরেছিলাম আমরা প্রতিপক্ষের থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছি। কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশ হতে প্রায় বেশ কয়েক ঘন্টা সময় নেয়। কারণ বিচারকরা অনেক কিছু জটিল অঙ্কের হিসাব নিকাশ করেন। সেই সময়টা মনের চাপ কমাবার জন্য ভেন্যু থেকে বেরিয়ে পাশের একটা শপিং মলে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করি। ফিরে এসে ফাইনাল রেজাল্ট আমাদের অনুকূলে থাকায় আনন্দে বিভোর হয়ে যাই। আশেপাশের অন্যান্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা এসে অভিনন্দন জানাতে থাকে। মোবাইল ফোন সঙ্গে না রাখায় অনুমতির ফলে বাড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। যখন পোডিয়ামে উঠে দাঁড়াই এবং আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাওয়ার পর আনন্দে নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। মনে হয়েছিল আমরাও দেশকে সোনা এনে দিতে পেরেছি।'

প্রণববাবুর এই সাফল্যের পর তার জীবনের ছায়াসঙ্গী ন্যাশনাল হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষিকা রুমা বর্ধন স্বামীর

সস্ত্রীক সদ্য এশিয়ান গেমস সোনা জয়ী প্রণব বর্ধন

এশিয়াড জয়ে গর্বিত। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় তার পাশে থেকে উৎসাহ দিয়ে চলা সেই রমণী বললেন, 'দীর্ঘ দিনের লড়াই আজ বিশেষ স্বীকৃতি পেল। যে আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। বহু কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে লড়াই করে এই সাফল্য লাভ। এক সময় নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু পেশাদার ব্রিজ খেলার জন্য সেই ব্যবসায় ইতি টেনেছেন বহু দিন। একটা সময় শাশুড়ির ক্যান্সার হয়। বাড়ির কথা চিন্তা না করে নিজের খেলাটা খেলে যেতে বলি। নয়ের দশক থেকেই পুরোপুরি পেশাদার হিসাবে তাস খেলছেন প্রণববাবু। সংসার জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁকে আটকে থাকতে দিইনি। সাহস জুগিয়ে গিয়েছি। তাস খেলা নিয়ে অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে কটু মন্তব্য। কিন্তু মনে বিশ্বাস ছিল একদিন বড় সাফল্য আসবে। আজকের দিনটির জন্য এতকাল অপেক্ষায় ছিলাম। চাইবো আরও বড় আসরে নিজেকে আরও দারুণভাবে ফেলে ধরুন প্রণব।'' এশিয়াড জয়ের পর চতুর্দিকের সম্বর্ধনা ও হাজার মানুষের উৎসাহের ভিড়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রণববাবু বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর একটা নতুন রাস্তা খুলতে পেরেছি। আগামী দিনে অর্থাৎ ২০২০ সালে অলিম্পিকে এই সাফল্য পেতে চাই। অবশ্যই যদি সেখানে তাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তা না হলে ২০২২ সালে এশিয়াডে এই সাফল্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করবো। তাস খেলাটা কেবল বৃদ্ধদের খেলা না বা নিছক অবসর বিনোদন নয় এই কথাটা বোঝাতে চাইবো। তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি করে এই পেশায় এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করবো।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com